হায়দার আলি

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম, এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

চরিত্র

—পুরুষ—

নারায়ণ রাও	—	পেশোয়া
রঘুবা	—	ঐ পিতৃব্য
খণ্ডেরাও	—	ঐ অমাত্য
কৃষ্ণরাজ	—	মহীশূরাধিপতি
অমর সিংহ	—	ঐ অমাত্য
হায়দার আলি		মহীশূরের দলোয়াই পরে মহীশূরের অধিপতি
টিপু	—	ঐ পুত্র
লুৎফে আলিবেগ	—	ঐ সেনাপতি
আগামহম্মদ	—	কয়থাঠোর দুর্গের ভূতপূর্ব্ব দ্বারপাল
আব্বাস কুলি খাঁ	—	সিরার অধিপতি
ফেরারা ত্থ আল্ভাদা		পর্টুগীজ জলদস্যু পরে হায়দার আলির নৌ—সেনাপতি
টিম্বোজী	—	ঐ সহচর
ফুল সাহেব	—	রঘুবার গুপ্তচর
মহম্মদ আলি	—	আর্কটের ভূতপূর্ব্ব নবাব
ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডার „ উড— „ ব্রুক		ইংরাজ সেনাপতিগণ

সিন্ধিয়া, ভোঁসালা, সামন্তরাজগণ, প্রতিহারী, সৈন্যগণ, গুপ্তচর, দেহরক্ষী সৈন্যদল, দস্যুগণ।

—স্ত্রী—

দীপাবাঈ	মহীশূরের মহারাণী
যোশীবাঈ	পেশোয়ার মাতা
কৃষ্ণাবাঈ	ঐ স্ত্রী
মরিয়ম	জ্যোতিষী (আল্ভাদার কন্যা)

ফিরিঙ্গি নর্ত্তকীগণ।

হায়দার আলি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান ; নেপথ্যে পেশোয়ার দরবার আরম্ভ সূচক বাদ্যধ্বনি। একটু পরে ছদ্মবেশে হায়দার আলি ও যোশী বাঈয়ের প্রবেশ।]

হায়দার—পেশোয়া দরবারে বসলেন—না ?

যোশী—হাঁ - ঐ তাঁর দরবার আরম্ভের নহবৎ বাজল।

হায়দার—হুঁ, —কিন্তু আমার মন যে বড় সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠল মা !

যোশী - কিসের সন্দেহ ?

হায়দার—আমি যখন তোমার নিয়োজিত প্রতিহারীকে তোমার এই আংটী দেখিয়ে, প্রাসাদ উপবনে প্রবেশ করি, মনে হল, কেউ আমায় গোপনে লক্ষ্য করেছে !

যোশী—লক্ষ্য করেছে ! কে ?

হায়দার - ঠিক বুঝলুম না।

যোশী—কিন্তু তোমায় চিন্‌তে পেরেছে কি ?

হায়দার—তাও ঠিক বুঝতে পারলুম না।

যোশী—তাইতো হায়দার! তোমায় ডেকে এনে শেষে বিপদে ফেললুম না তো ?

হায়দার—আমার বিপদ! হাঃ হাঃ হাঃ, হায়দার আলি যদি বিপদের ভয় করতো মা, তাহ'লে সুদূর মহীশূর হ'তে তোমার আমন্ত্রণ পেয়ে, একাকী এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায়, এই পুণায় ছুটে আসতো না।

যোশী—হায়দার!

হায়দার—নিজের কথা ভাবিনা মা। আমি ভাবছি, আমি পুণা দরবারের শত্রু; শত্রু হ'যে পেশোয়ার পুরী প্রবেশ করে, গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম…এ যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকে—

যোশী—নানাপ্রকার সন্দেহ করতে পারে, এই তো? তাতে আমার কিছু যায় আসে না পুত্র!

হায়দার—মা,—

যোশী—রাজনীতির জন্ত আজ পেশোয়ার সঙ্গে হায়দারের যুদ্ধ। তোমাদেব রাজনীতি তোমরা বোঝ, আমি মা, আমি শুধু বুঝি হায়দার আমার সন্তান। আমার বাল্যসখী মহীশূরের মহারাণী দীপাবাঈর পুত্র কৃষ্ণরাজ ও আমার পুত্র পেশোয়া নারায়ণরাওকে আমরা যখন মাতৃস্নেহে অভিসিঞ্চিত করেছি—সেই সঙ্গে এই মুসলমান হায়দার আলিকেও কি পুত্র বলে কাছে টেনে নিইনি? কৃষ্ণরাজ, নারায়ণরাও ও সেই সঙ্গে হাযদার আলির মুখেও মা ডাক শুনে, আমাদের অন্তর কি আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠেনি?

হাযদার—জানি মা, তোমার এবং জননী দীপাবাঈএর স্নেহ হায়দারের জীবনে বিধাতার আশীর্ব্বাদ! তাইতো তোমার আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারলুম না মা! পেশোয়া আমার ভাই হলেও, পেশোয়া-দরবারের প্রতি প্রাণী আমাকে শত্রু জ্ঞান করে। সেই শত্রুবেষ্টিত রাজ্যে একাকী ছুটে এসেছি—শুধু তোমার—তোমার আমন্ত্রণে!

যোশী—হায়দার, পুত্র আমার—

হায়দার—না মা, আর নয়, মাতৃস্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে বৃথা এ পুরীতে

সময়ক্ষেপ করব না ; চারিদিকে শত্রুর তরবারি তুলছে ! শীঘ্র বল, কি জন্য আমায় আহ্বান করেছ ?

যোশী—শোনো পুত্র, পুণাদরবারের প্রধান অমাত্য খণ্ডেরাও বড় স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেছে ! তার অত্যাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছে। তোমায় তাকে শাস্তি দিতে হবে।

হায়দার—মা !

যোশী—এতখানি অর্থপিশাচ সেই দুর্বৃত্ত খণ্ডেরাও, যে, পুণার বহু রমণীকে সে অর্থের প্রলোভনে পর্টুগীজ জলদস্যু ফেরারা দ্য আল্‌মীদার নিকট গোপনে বিক্রয় করেছে।

হায়দার—সে কি !

যোশী—শুধু তাই নয়, মোরিয়াম নামে এক সুন্দরী জ্যোতিষী বালিকা—আমার, পেশোয়ার এবং আমার পুত্র-বধূ কৃষ্ণাবাইএর স্নেহের পাত্রী ছিল। এ জেনেও, গুপ্তচর মুখে শুনলুম, দুর্বৃত্ত খণ্ডেরাও সেই বালিকাকে আজ দস্যু আল্‌মীদার হস্তে সমর্পন করেছে।

হায়দার—হুঁ—

যোশী—পুত্র, এখন তোমার প্রথম কাজ—যে ক'রে হোক মোরিয়ামের উদ্ধার সাধন এবং তারপর কর খণ্ডেরাওকে চিরতরে দমন।

হায়দার—সে আমি করব মা, কিন্তু ভাবছি—

যোশী—কি ?

হায়দার—একাজ পেশোয়া ইচ্ছা করলেও তো সাধন করতে পারতেন। এজন্য আমাকে—

যোশী—না পুত্র, পেশোয়াকে আমি এ সংবাদ বিন্দুমাত্র জানাইনি ! জানাতে পারব না।

হায়দার—কেন মা ?

যোশী—আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পেশোয়া মধু রাও একদিন মহারাষ্ট্রের

সামন্তচক্রের সঙ্গে কলহ করে প্রাণ হারিয়েছে। লোকে জানে তার পীড়া হয়েছিল। কিন্তু আমি মা, আমার হৃদয় জানে, কি সে পীড়া! কি সে দুশ্চিন্তা তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর পানে টেনে নিল! আজ আমার কনিষ্ঠ পুত্র ঐ নারায়ণরাও মহারাষ্ট্রের পেশোয়া। সে তার অগ্রজের চেয়েও স্বাধীন-চেতা; অনাচার অত্যাচার দেখলেই তার ক্রোধ অগ্নি প্রজ্জলিত বারুদ পিণ্ডের মত দিগ্‌দাহী জ্বালায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহারাষ্ট্রের এক শক্তিমান সামন্তের বিরুদ্ধে আমি তাকে উত্তেজিত করতে পারব না হায়দার, তা করলে সর্ব্বনাশ হবে।

হায়দার—বুঝেছি মা, পেশোয়াকে কিছু জানিয়ে প্রয়োজন নেই। আমি চললুম—তোমার মরিয়মকে আমি তোমার বুকে তুলে দেব। তারপর—তারপর দেখব—ঐ খণ্ডেরাওকে।

যোশী—তুমি এখনি যাচ্ছ?

হায়দার—বিলম্ব করলে হয়তো কার্য্যোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

যোশী—কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই দুর্ব্বৃত্ত জলদস্যু আন্দ্রাদার কাছে—

হায়দার—হায়দার আলি নিঃসঙ্গ নয় মা, তার সঙ্গী এই তরবারি। এই তরবারির সাহায্যেই, সামান্য অজ্ঞাতনামা সৈনিক হতে সে আজ দাক্ষিণাত্যের জাগ্রত শের, মহীশূরের দলোয়াই। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে পুনঃ নহবৎ বাজিল]

যোশী—একি! পেশোয়ার দরবার ভঙ্গের বাদ্যধ্বনি! এত অকস্মাৎ! দরবারে বসতে না বসতে, পেশোয়া আজ দরবার ছেড়ে উঠে আসছে কেন?

[ভীতত্রস্তভাবে কৃষ্ণা বাঈএর প্রবেশ]

কৃষ্ণা—মা, মা—

যোশী—কে! কৃষ্ণাবাঈ, একি! তুমি এমন ভীত ত্রস্তভাবে ছুটে এলে কেন?

কৃষ্ণা—পেশোয়া এসেছেন মা ?

যোশী—দরবার ভঙ্গ হয়েছে, এখনি হয়তো এসে পৌঁছুবে। কিন্তু তোমার এ কি মূর্ত্তি কৃষ্ণা বাঈ! তোমার চোখে এ কি দৃষ্টি! কি হয়েছে মা, কোনো অমঙ্গল ঘটেনি তো ?

কৃষ্ণা—না মা, কিন্তু—

যোশী—কিন্তু কি ?

কৃষ্ণা—আজ—

যোশী—আজ ?

কৃষ্ণা—ফাল্গুনের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী—

যোশী—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী !

কৃষ্ণা—ভয় হয়, যদি মরিয়মের সেই সর্ব্বনাশা গণনা—

যোশী—না-না, সে সর্ব্বনাশা গণনা সফল হবে না! আমি আজ দিনরাত্রি ব্যাপী মা ভবানীর মহাপূজার আয়োজন করব। মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে পেশোয়ার সর্ব্ব অকল্যাণ দূর করব।

কৃষ্ণা—তাই কর মা, মা ভবানীর পূজার আয়োজন কর। আমিও তোমার সঙ্গে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব।

যোশী—বেশ তাই হবে। এসো মা আমার।

কৃষ্ণা—ঐ পেশোয়া আসছেন। তুমি আয়োজন করগে মা, আমি তোমার পুত্রকে নিয়ে এখনি ভবানীমন্দিরে উপস্থিত হব।

যোশী—কিন্তু দেখ, মরিয়মের বন্দিনী হবার সংবাদ পেশোয়াকে ব'ল না।

কৃষ্ণা—না মা, বলব না।　　　　[যোশী বাঈয়ের প্রস্থান।

কৃষ্ণা—ভবানীর পূজা দেব, শুধু বাগানের ফুলে নয়, সোনার ফুল গড়িয়ে—সেই সোনার ফুলে ভবানীর পূজো দেব। মা ভবানী তাহ'লে নিশ্চয়ই প্রসন্না হবেন।

[পেশোয়া নারায়ণরাওএর প্রবেশ]

নারায়ণ—ভবানী প্রসন্না হ'তে পারেন, কিন্তু অকালে তপোভঙ্গে শঙ্করের যথেষ্ট ক্রোধের কারণ আছে—এটুকু কি তুমি জাননা কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা—প্রভু!

নারায়ণ—এমন অতর্কিতে আমায় দরবার থেকে টেনে আনবার

কৃষ্ণা—আমি টেনে আনলুম বুঝি!

নারায়ণ—বেশ! একে টেনে আনা বলে না তো কি? এত গুরুতর রাজকার্য্য রয়েছে, সবে দরবারে বসেছি, অকস্মাৎ পত্র পেলুম অবিলম্বে অন্তঃপুরে না এলে, মহাদেবী কৃষ্ণাবাঈ বিষ পান করবেন।

কৃষ্ণা—তুমি না এলে সত্যিই তাই করতুম।

নারায়ণ—কেন?

কৃষ্ণা—যখন তুমি আমার কাছে এসেছ তখন আর কেন করতুম সে কথা নাই শুনলে।

নারায়ণ—কেন কৃষ্ণাবাঈ?

কৃষ্ণা—তোমায় আজ আমি চোখের আড়াল হ'তে দেব না। এক দণ্ডের জন্যও নয়।

নারায়ণ—কিন্তু কেন?

কৃষ্ণা—বলেছি তো, কেন বলব না—

নারায়ণ—আঃ! একি ছেলেমানুষী কর্চ্ছ কৃষ্ণা! অনেক গুরুতর রাজকার্য্য রয়েছে যে!

কৃষ্ণা—থাক! রাজকার্য্যে প্রয়োজন নেই। মা ভবানীর ইচ্ছা হয়, রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব থাকবে; ইচ্ছা হয় সব কেড়ে নেবেন। কিছু আসে যায় না। তা বলে তোমায় আমি ছাড়ব না। কিছুতে না—

[হাত ধরিল।]

নারায়ণ—কৃষ্ণা! হাত ছাড়—

কৃষ্ণা—কেন ?

নারায়ণ—আঃ হাত ছাড়। [হাত ছাড়াইয়া লইলেন] ভবিষ্যতে মনে রেখো তরুণী পত্নীর অসঙ্গত আবদার শুনে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া তার দরবার স্থগিত রাখে না। [প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণা—যেয়ো না, দাঁড়াও।—

নারায়ণ—কৃষ্ণাবাঈ ?

কৃষ্ণা—আমি বলছি, তোমায় সব কথা বলছি।

নারায়ণ—কি বল !

কৃষ্ণা—আজ তোমার জীবনে মহা অনর্থ সূচনা হবে।

নারায়ণ—কি অনর্থ ?

কৃষ্ণা—তোমার—তোমার, না—না আমি বলতে পারব না—মি বলতে পারব না।

নারায়ণ—কৃষ্ণাবাঈ—কৃষ্ণাবাঈ—একি ! তুমি কাঁপছ কেন ?

কৃষ্ণা—আমার ভয় করে—বড় ভয় করে।

নারায়ণ—আমি পাশে রয়েছি, তবু ভয় ! ছিঃ ছিঃ কৃষ্ণাবাঈ !

কৃষ্ণা—প্রভু !

নারায়ণ—বল, কি অনর্থ ঘটবে আজ ?

কৃষ্ণা—সে আজ আসবে।—

নারায়ণ—কে ?

কৃষ্ণা—যে একদিন হবে তোমার—তোমার জীবন হন্তা।

নারায়ণ—আমার জীবন হন্তা ! কে সে ?

কৃষ্ণা—জানি না—

নারায়ণ—কিন্তু কি ক'রে জানলে ?

কৃষ্ণা—মরিয়াম্ বলেছে—

নারায়ণ—মরিয়ম ! ওঃ, হাঃ হাঃ হাঃ ! জ্যোতিষীর গণনা ! তাই বুঝি আমার জীবন বাঁচাতে তুমি আমায় দরবার থেকে সরিয়ে এনেছ অন্তঃপুরে ?

কৃষ্ণা—সবাই বলে, মরিয়মের গণনা মিথ্যা হয় না।

নারায়ণ—বেশতো, গণনা মিথ্যা কি সত্য, তোমারই সামনে প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। ডাকো মরিয়মকে।

কৃষ্ণা—মরিয়ম তো নেই !

নারায়ণ—কোথায় সে ?

কৃষ্ণা—তাকে—তাকে—

নারায়ণ—কি ?

কৃষ্ণা—খণ্ডেরাও তাকে কাল ধরে নিয়ে গেছে—

নারায়ণ—সেকি। কে বল্‌লে ?

কৃষ্ণা—মার মুখে শুনেছি—

নারায়ণ—মার মুখে শুনেছ ? আমায় আগে বলনি কেন ?

কৃষ্ণা—মা নিষেধ করেছিলেন তোমায় বল্‌তে—

নারায়ণ—মা নিষেধ করেছিলেন !

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

নারায়ণ—কি চাই ?

প্রতিহারী—পিতৃব্য রঘুবারাও শ্রীমন্ত পেশোয়ার দর্শন প্রার্থী।

নারায়ণ—পাঠিয়ে দাও। [প্রতিহারীর প্রস্থান

কৃষ্ণা—তুমি- তুমি কি করবে ?

নারায়ণ—আমার প্রয়োজন আছে ! তুমি অন্তঃপুরে যাও—

কৃষ্ণা—তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হচ্ছে, তুমি আবার বাইরে যাবে না তো ?

নারায়ণ—না।

কৃষ্ণা—কথা দাও আজকের দিনে তুমি কাউকে বন্দী করবে না ?

নারায়ণ—বেশ, স্বীকার করলুম, কাউকে বন্দী করব না, যাও।

কৃষ্ণা—কাউকে বধ করতেও পারবে না?

নারায়ণ—তাই হবে কৃষ্ণা, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—কাউকে আজ আমি বধ করব না, পিতৃব্য এসে পড়েছেন, যাও।

কৃষ্ণা—কাজ সেরেই—শীঘ্র এসো কিন্তু, ঐ ভবানীমন্দিরে।

[কৃষ্ণার প্রস্থান]

(অপর দিক হইতে পেশোয়ার দেহরক্ষী সৈন্যদল
ও রঘুবার প্রবেশ।)

নারায়ণ—এই যে আসুন পিতৃব্য।

রঘুবা—পেশোয়া! তোমার এ কিরূপ আচরণ?

নারায়ণ—কি আচরণ?

রঘুবা—আমি ইন্দোরের অহল্যাবাঈএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, সসৈন্যে তার রাজ্য আক্রমণ করতে চলেছি, এ জেনেও তুমি সৈন্য পাঠিয়েছ আমারি বিরুদ্ধে, ইন্দোরের অহল্যাবাঈকে সাহায্য করতে?

নারায়ণ—আমি আপনার কার্য্য অন্যায় বলে বিবেচনা করেছি; তাই সৈন্য পাঠিয়ে সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

রঘুবা—আমার কার্য্য ন্যায় কি অন্যায়, এখন হ'তে সে কৈফিয়ৎ কি দিতে হবে আমায় এই অপরিণত বয়স্ক বালক নারায়ণ রাওকে?

নারায়ণ—ভুল বলছেন পিতৃব্য, নারায়ণ রাওকে কৈফিয়ৎ দেবেন কেন? কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াকে।

রঘুবা—হুঁ—সে তুমি যাই বল, ইন্দোরের রাণীর সাহায্যে সৈন্য পাঠিয়ে তুমি আমায় অপমানিত করেছ।

নারায়ণ—আমি আপনাকে অপমানিত করিনি, পেশোয়ার শক্তিকে উপেক্ষা করে ইন্দোর আক্রমণ করতে গিয়ে—সে অপমান আপনি নিজে গায়ে মেখে নিয়েছেন।

রঘুবা—কিন্তু আমি কেন ইন্দোর আক্রমণ করতে চেয়েছিলুম জান ?

নারায়ণ—বলুন, কেন ?

রঘুবা—ইন্দোরের বালক রাজা মালিরাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, রাজ্য এখন অরাজক, এই অবসরে আমি যদি অধিকার না করি, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ যে কোন শক্তি অবিলম্বে ইন্দোর রাজ্য পদানত করবে।

নারায়ণ—মালিরাওএর মৃত্যু হয়েছে সত্য ; কিন্তু রাজমাতা অহল্যাবাঈ তো বেঁচে রয়েছেন !

রঘুবা—অহল্যাবাঈ রমণী, রাজ্য রক্ষা করতে তাঁর কতটুকু শক্তি ?

নারায়ণ—অহল্যাবাঈয়ের শক্তি কতটুকু জানি না। তবে এ কথা জানি, যে তাঁর নাম মাত্র উচ্চারিত হলেও হিমাচল হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়। যেখানেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় সে ভূমি পবিত্র হয়, ধন্য হয়ে যায় —সেই প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর আবির্ভাব ভূমিকে, আমি কি পারি, বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর ক্রীতদাস এই রঘুবার হাতে তুলে দিতে ?

রঘুবা—পেশোয়া—পেশোয়া !

নারায়ণ—উত্তেজিত হবেন না পিতৃব্য। ইতিমধ্যে আমি আপনার গতি বিধি বিষয়ে এত সংবাদ সংগ্রহ করেছি যে মনে হয়, ইংরেজ কোম্পানীর ক্রীতদাস বললে, আপনার উত্তেজিত হবার কথা নয় ; বোধ হয়, সেই দাস্যের কল্পনাতেও আপনার শিরায় শিরায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

রঘুবা—পেশোয়া, পেশোয়া নারায়ণ রাও, এত বড় অপমান রঘুবা কখনও ক্ষমা করেনি জেনো।

নারায়ণ—জানি, এবং এও জানি যে, সুযোগ পেলে আপনি প্রতিশোধ নিতেও ছাড়বেন না। কিন্তু সে সুযোগ আমি আসতে দেব না। আপনাকে আমি—আপনাকে আমি—

[খণ্ডেরাওএর প্রবেশ]

নারায়ণ—এই যে খণ্ডেরাও! পিতৃব্য রঘুবার বিশ্বস্ত সুহৃদ! দাঁড়ান পিতৃব্য, উভয় বন্ধুর এক সঙ্গেই ব্যবস্থা কচ্ছি।

খণ্ডেরাও—কিসের ব্যবস্থা পেশোয়া?

নারায়ণ—বলছি, তার আগে বলতো খণ্ডেরাও, মরিয়ম কোথায়?

খণ্ডেরাও—মরিয়ম!

নারায়ণ—আকাশ ফুঁড়ে পড়লে মনে হচ্ছে! মরিয়মকে চেন না? যে আমার, আমার মায়ের এবং মহারাণী কৃষ্ণাবাঈয়ের স্নেহের পাত্রী ছিল, সেই জ্যোতিষী বালিকা মরিয়ম— ?

খণ্ডেরাও—তা সে জ্যোতিষী বালিকা কোথায়, আমি কি করে বলব?

নারায়ণ—তুমি তাকে বন্দিনী ক'রে কোথায় রেখেছ, তা তুমি বলবে না তো বলবে কে?

খণ্ডেরাও—আমি তাকে বন্দিনী করেছি!

নারায়ণ—হ্যাঁ, তুমি করেছ!

খণ্ডেরাও—কখনই না, এ অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। পেশোয়া মিথ্যা সংবাদ শুনে প্রতারিত হয়েছেন।

নারায়ণ—প্রতারিত হয়েছি!

রঘুবা—নিশ্চয়ই প্রতারিত হয়েছেন। এ আপনার কি অন্যায় আচরণ পেশোয়া? যে কোন মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস করে, যাঁরা আপনার হিতাকাঙ্খী, যাঁরা আপনার রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ—

নারায়ণ—রাজ্যের স্তম্ভ! যার কাছ থেকে এ সংবাদ এসেছে, তিনি যদি আমায় প্রতারিত করতে পারেন, তাহ'লে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই; মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে অতল জলে ডুবে যাক্।

রঘুবা—পেশোয়া !

নারায়ণ—আমি প্রতারিত! কার কাছ হ'তে এ সংবাদ এসে পৌঁছেচে জানেন?

খণ্ডেরাও—কার কাছ হ'তে—কে সে ?

নারায়ণ—আমার জননী !

রঘুবা—যোশীবাঈ ?

নারায়ণ—হ্যাঁ,—জননী বলেছেন মহারাণী কৃষ্ণাবাঈকে; আর কৃষ্ণাবাঈ বলেছে আমাকে।

খণ্ডেরাও—যোশীবাঈ বলেছেন, আমি মরিয়মকে বন্দিনী করেছি !

নারায়ণ—বল এবার, এ সংবাদ মিথ্যা !

খণ্ডেরাও—মার্জ্জনা করবেন পেশোয়া! আপনার জননী বললেও এ অভিযোগ আমি স্বীকার করবো না।

নারায়ণ—কি! তবে বলতে চাও—আমার জননী মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন! পেশোয়া জননীর কথা মিথ্যা ?

খণ্ডেরাও—পেশোয়া-জননীও রক্তমাংসের মানুষ! স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষ মাত্রেই মিথ্যা বলতে পারে! বিশেষতঃ—

নারায়ণ—বিশেষতঃ ?

খণ্ডেরাও—বিশেষতঃ রাজ অন্তঃপুরিকা হয়ে, রাজ-জননী হ'য়ে যে নারী গোপনে উপবন সীমায় বাইরের পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে।

নারায়ণ—খণ্ডেরাও—খণ্ডেরাও !—

খণ্ডেরাও—উত্তেজিত হবেন না পেশোয়া, আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করে বলছি, আজই স্বচক্ষে দেখেছি—আপনার জননীকে এই উপবনপ্রান্তে, এক অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমানের সঙ্গে কথা কইতে।

রঘুবা—অজ্ঞাত নামা মুসলমান—পেশোয়ার উদ্যানে—পেশোয়া জননীর কাছে! অথচ পেশোয়া তার কিছুই জানেন না? বিচিত্র!

নারায়ণ—এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে তার চেয়েও বড় সত্য এই, যে মুসলমান এসেছিল, জননী যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সে পেশোয়ার হিতার্থী। পেশোয়ার এবং পেশোয়ার সাম্রাজ্যের জন্যই—

খণ্ডেরাও—পেশোয়ার মঙ্গলের জন্য এল অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান! আর পেশোয়ার অগোচরে—সে নিভৃতে সাক্ষাৎ করল—পেশোয়ার জননীর সঙ্গে! হাঃ হাঃ হাঃ!

নারায়ণ—খণ্ডেরাও—

খণ্ডেরাও—বেশ তো, আমায় বিশ্বাস না করেন, আপনার সত্য-পরায়ণা জননীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন পেশোয়া, কেন এসেছিল সেই অজ্ঞাত মুসলমান।

নারায়ণ—পশুর প্রশ্নের উত্তর আমার জননী দেবেন না শয়তান! যে ইঙ্গিত করেছো, তার জবাবে এতক্ষণে জহ্লাদ দিয়ে তোমার জিভ উপড়ে টেনে আনতুম; তোমার অর্দ্ধদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করে, তোমার কুকুর দিয়ে খাওয়াতুম! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পূণ্যে শুধু আজকার মত নিস্কৃতি পেলে, চলে যাও। যাবার বেলা শুধু নিয়ে যাও, মাতৃ অপমানের সামান্য প্রতিদান।

[খণ্ডেরাওকে চপেটাঘাত।
নেপথ্যে পতন শব্দ।]

নারায়ণ—কি হ'ল! কিসের আওয়াজ?

[যোশীবাঈয়ের প্রবেশ।]

যোশী—শীঘ্র চলে এসো পেশোয়া, কৃষ্ণাবাঈ ভবানী মন্দির সোপানে পড়ে গেছে! কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। শীঘ্র এসো।

[যোশীর প্রস্থান, পশ্চাতে নারায়ণ রাও এর প্রস্থান।
খণ্ডেরাও ও রঘুবা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়
করিয়া ইঙ্গিতে কি যেন সিদ্ধান্ত
করিয়া অন্য দিকে প্রস্থান
করিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহীশূর রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ, সমর সিংহ ও কৃষ্ণরাজ।

কৃষ্ণরাজ—কে—কে তোমায় বললে সমরসিংহ, যে আমি বিপদ গ্রস্থ! যতক্ষণ হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু আমার স্বপক্ষে রয়েছে, ততক্ষণ ইংরেজ, মারাঠা, নিজাম, ভারতের কোন শক্তিকে আমি ভয় করিনা।

সমর—ভয়তো আপনার বাইরের শক্তিকে নয় মহারাজ, ভয়—ঘরের শত্রুকে।

কৃষ্ণ—ঘরের শত্রু! কে?

সমর—সে শত্রু—হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু।

কৃষ্ণ—সমরসিংহ!

সমর—আমায় লুকোতে চাইবেন না মহারাজ, স্পষ্ট করে বলুন তো—হায়দার আলি ও টিপুর অপরিমিত শক্তি আপনাকে আতঙ্ক মুক্ত কচ্ছে—না দিনের পর দিন আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলছে?

কৃষ্ণ—আতঙ্কগ্রস্ত! না-না, আমি আতঙ্কিত হব কেন? সামান্য সৈনিক হ'তে হায়দার আলি তার অতুলনীয় অধ্যবসায় বলে, আজ মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী—মহীশূরের দলোয়াই! ফতে আলি টিপুও বুদ্ধিতে, বাহুবলে হায়দার আলির উপযুক্ত সন্তান। তারা কত শত্রুর আক্রমণ হ'তে আমার মহীশূরকে রক্ষা করেছে। আমার জীবন বাঁচাতে শত্রুর

কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে। আমি প্রাসাদে আনন্দবিলাসে মত্ত থাকি আর আমারি আনন্দকে অক্ষুন্ন রাখতে তারা মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ায় দেশ হতে দেশান্তরে, কখনো অনিদ্রায়, কখনো বা অনাহারে—

সুমর—আমিও সেই কথাই বলছিলুম মহারাজ! যাদের বাহুবলে, যাদের সতর্ক প্রহরায় বিশ্বাস করে আপনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাসাদে সুখ নিদ্রায় মগ্ন থাকেন, একদিন তারাই যদি আততায়ীর ছুরী নিয়ে আপনাকে আক্রমণ করে ?

কৃষ্ণ—সুমরসিংহ !

সমর—সামান্য সৈনিক হ'তে যে মহীশূরের দলোয়াই হতে পারলো, শক্তির মাদকতা তাকে যে একদিন মহীশূরের সিংহাসনে বসতে প্রলুব্ধ করবেনা, তাই বা কি করে জানলেন মহারাজ ?

কৃষ্ণ—সুমরসিংহ—সুমরসিংহ !

সুমর—বলুন মহারাজ, হায়দারের মনে মহীশূরের সিংহাসন লাভের দুরাশা কি জাগতে পারে না ?

কৃষ্ণ—জাগতে পারে, কিন্তু জাগবেনা।

সুমর—কেন ?

কৃষ্ণ—তার কারণ—আমার মায়ের স্নেহ।

সুমর—আপনার মায়ের স্নেহ ?

কৃষ্ণ—তুমি জানো না সুমরসিংহ—মা আমার ঐ হায়দার আলিকে কি স্নেহের চক্ষে দেখেন। হায়দার আমাকে যদি বা কোনদিন প্রতারিত করে; আমার মাকে কখনো পারবে না। যতক্ষণ মা রয়েছেন—হায়দারের দিক হ'তে আমি নিশ্চিন্ত।

সুমর—হুঁ—তাহলে সেই বিশ্বাসেই আপনি নিশ্চিন্ত আলস্যে বসে থাকুন! মায়ের স্নেহের প্রতিদান! জগতে এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়, যে

Uttarpara Jaikrishna Public Library

গর্ভের সন্তান পর্য্যন্ত জননীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, জননীকে প্রতারিত করেছে, আর আপনি যাকে বিশ্বাস কর্চ্ছেন, সে আপনার সহোদর হওয়া দূরে থাক—এমন কি স্বধর্মীও নয়, আপনি হিন্দু—সে মুসলমান।

কৃষ্ণ—সমরসিংহ!

সমর—হায়দার আলি আপনাকে ভালবাসে! সেই ভালবাসার ছলনায় ভুলিয়ে সে কি আপনার রাজশক্তিকে প্রতিপদে অবজ্ঞা কর্চ্ছেনা? বলুন তো মহারাজ! রাজ্যসংক্রান্ত প্রতি কার্য্যে সে কি আপনার অভিমত গ্রহণ করে থাকে!

কৃষ্ণ—কিন্তু তার তো প্রয়োজন হয় না। আমি তো রাজ্যের কিছুই দেখিনা।

সমর—দেখেন না, কারণ সুকৌশলী হায়দার আপনাকে দেখতে দেয়না।

কৃষ্ণ—দেখতে দেয়না!

সমর—শুধু কি রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার? তার নিজস্ব গতি-বিধি সম্বন্ধেও সে রাজদরবারে কোন কৈফিয়তের ধার ধারে না। এই যে এবার সে মহীশূর হতে বাইরে কোথায় চলে গেছে, আপনাকে জানিয়েছে কিছু!

কৃষ্ণ—না!

সমর—তাও জানাবার প্রয়োজন নেই। সেই তো এ রাজ্যের মুকুটহীন রাজা, স্বেচ্ছামত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি কচ্ছে, যাকে ইচ্ছা সেনাদল হ'তে বিতাড়িত কর্চ্ছে। রাজ্যের অর্দ্ধেক সৈন্য তার নিজের হাতে, বাকী অর্দ্ধ চালিত হচ্ছে তারই পুত্র টিপুর অধিনায়কত্বে। চমৎকার!

কৃষ্ণ—সমরসিংহ! সমরসিংহ! আমায় উত্তেজিত ক'রে কি লাভ? সবই যদি বুঝে থাক তা হ'লে মনে করনা কেন, মহীশূরের রাজা আমি নই—মহীশূরের রাজা ঐ হায়দার।

সমর—না, উদ্ধত হায়দারকে ধ্বংস করতে হবে। মহীশূরের রাজা হিন্দুকুল গৌরব কৃষ্ণরাজ রায়।

কৃষ্ণ—হিন্দুকুল গৌরব! জীবনে যে কোনদিন তরবারি ধরতে শিখল না; যার ইঙ্গিতে মহীশূরের একটী সৈনিকও কোনদিন পরিচালিত হয় না, সে কিনা ধ্বংস করবে মহাবীর হায়দার আলিকে!

সমর—কেন পারবেন না তাকে ধ্বংস করতে? আপনার নিজেকে বাঁচাতে হ'লে, রাজ্য রক্ষা করতে হ'লে, যে করে হোক হায়দারকে ধ্বংস করতে হবেই। এখন সমস্ত কিছু নির্ভর কচ্ছে আপনার অভিরুচির ওপরে।

কৃষ্ণ—আমার অভিরুচি!

সমর—হ্যাঁ আপনি শুধু একবার মাথা তুলে দাঁড়ান, একবার শুধু প্রজাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলুন—আমি রাজা, হায়দার আমার কেউ নয়, সে এ রাজ্যের মহাশত্রু .

কৃষ্ণ—বলতে চাই, বলতে চাই—সমর সিংহ! হ্যাঁ, এখন তোমার কথা শুনে যেন মনে হচ্ছে—সত্যই মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয়, এ খেলা ঘরের রাজগিরির অবসান করে দিই। এতো রাজত্ব কর্চ্ছিনা—আষ্টে পৃষ্ঠে শৃঙ্খল বন্ধনে জর্জ্জরিত হ'য়ে রয়েছি। এ শৃঙ্খল চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলতে চাই। কিন্তু শক্তিতে কুলোয় না, অবসন্ন ক্লান্ত দেহে আবার বিলাস স্রোতে গা ভাসিযে দিই। আমার শক্তি কোথায়—আমার সাহস কোথায়?

সমর—সে জন্যে চিন্তা কি মহারাজ, আমি রইব প্রতিনিয়ত আপনার পার্শ্বে, আর আপনাকে বুদ্ধি, সাহস ও কৌশল যোগাবে মহারাষ্ট্রের অতুলনীয় বুদ্ধিজীবি এই খণ্ডেরাও।

[খণ্ডেরাওএর প্রবেশ]

খণ্ডেরাও—অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ!

কৃষ্ণ—একি! পেশোয়ার প্রধান সামন্ত খণ্ডেরাও!

খণ্ডেরাও—আর পেশোয়ার সামন্ত নই মহারাজ! পেশোয়ার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে—আজ হতে আমি মহীশূর রাজ হিন্দুকুল গৌরব কৃষ্ণরাজের আজ্ঞাবহ।

কৃষ্ণ—খণ্ডেরাও, তুমি এসেছ পেশোয়াকে ত্যাগ করে আমায় সাহায্য করতে!

খণ্ডেরাও—হায়দারআলি ও টিপুর চক্রান্তে মহীশূর অধিপতির রাজ্য আজ বিপন্ন, এঅবস্থায় আমি তো না এসে থাকতে পারলুম না মহারাজ! আপনাকে সকল ষড়যন্ত্র হ'তে মুক্ত করব, প্রযোজন হয় বুকের রক্তে আপনার সিংহাসনের পথ ধৌত করব—মা ভবানীর নাম নিয়ে এই আমার প্রতিজ্ঞা মহারাজ!

কৃষ্ণ—খণ্ডেরাও—বন্ধু আমার—

খণ্ডেরাও—না মহারাজ, আজ বন্ধুত্ব নয়, যেদিন হাযদারের কবল হতে আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বন্ধুত্বের দাবী করব সেই দিন!

সমর—আজ শুধু খণ্ডেরাওকে নির্ব্বাচিত করুন আপনি—মহীশূরের নতুন দলোয়াই—

কৃষ্ণ—তাই হবে, —আজ হ'তে খণ্ডেরাও মহীশূরের দলোয়াই!

খণ্ডেরাও—মহারাজের প্রদত্ত এই বিপুল সম্মান মাথা পেতে গ্রহণ করলুম। এবং প্রতিজ্ঞা কচ্ছি দলোয়াই রূপে আমার প্রথম কাজ অবিলম্বে হায়দারের ধ্বংসসাধন।

কৃষ্ণ—কিন্তু তাকে কোথায পাবে খণ্ডেরাও? সে তো মহীশূরে নেই।

খণ্ডেরাও—না! আমি সংবাদ পেয়েছি সে গেছে পর্তুগীজ জলদস্যু ফেরারা ও আন্দ্রাদাকে ধরতে! আন্দ্রাদা আমার পরম সুহৃদ, আমি তাকে গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছি হায়দারকে ধ্বংস করতে!

কৃষ্ণ—তাহ'লে কাজ তুমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছ দেখ্‌ছি!

সমর—কিন্তু টিপু যখন তার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনবে--

খণ্ডেরাও—তারও ব্যবস্থা করতে হবে! টিপুকে আমি অপসারিত করব!

কৃষ্ণ—টিপু জীবন্ত ব্যাঘ্র, একথা স্মরণ রেখো খণ্ডেরাও।

খণ্ডেরাও—হোক,--তবু সেতো এখন মহীশূরে আমাদের মুঠোর মধ্যে। পিঞ্জর বদ্ধ ব্যাঘ্রকে ভয় কি মহারাজ! তাকে দমন করবার সমস্ত দায়িত্ব আমার—তবে তার আগে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মহারাজ!

কৃষ্ণ—কি প্রতিশ্রুতি?

খণ্ডেরাও—আমার সকল কার্য্য আপনি অনুমোদন করবেন। আমার পরামর্শ হতে এক তিলও বিচলিত হবেন না?

কৃষ্ণ—না বন্ধু, না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে যাচ্ছি, অসাবধান হ'য়ে পা ফস্কালে ধ্বংস যে অনিবার্য্য সে আমি জানি।

সমর—তাই স্মরণ রাখবেন মহারাজ। এমন কি আপনার স্নেহ-অন্ধ জননী যদি হায়দার আলি বা টিপুর হয়ে কোন অনুরোধ করেন—

কৃষ্ণ—জীবনে এই প্রথম আমার নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি সমর সিংহ; প্রয়োজন হ'লে জননীর বিরুদ্ধেও করব!

খণ্ডেরাও—আসুন, তাহ'লে আর কালবিলম্ব নয়, টিপুর বাসগৃহ আমরা অতর্কিতে আক্রমন করি!

[প্রস্থানোদ্যত—দীপাবাঈয়ের প্রবেশ]

দীপা—কৃষ্ণরাজ!

কৃষ্ণ—কে—মা!

দীপা—এদের সঙ্গে তুমি কোথায় চলেছ—কৃষ্ণরাজ?

কৃষ্ণ—আমার প্রয়োজন আছে।

দীপা—কি সে প্রয়োজন ?

কৃষ্ণ—সে আমি বলব না—

দীপা—কৃষ্ণরাজ !

কৃষ্ণ—না মা, আজ আর আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব ক'র না। কোন জবাব পাবে না।

দীপা—পাব না !

কৃষ্ণ—না, প্রয়োজন হয় পরে তোমায় কৈফিয়ৎ দেব। কিন্তু তার আগে ওই হায়দার আলি আর ফতে আলি টিপুকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি তাদের হাতের নিষ্প্রাণ পুতুল নই—আমি রক্ত মাংসের মানুষ। আমি তাদের হুকুম তামিল করতে জন্মাইনি—আমি এসেছি রাজসিংহাসনে বসে সকল উদ্ধত অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে। [প্রস্থান]

দীপা—হুঁ ! যা আশঙ্কা করেছি তাই। কুচক্রীর মন্ত্রণা কৃষ্ণরাজের মনে নিদারুণ বিষক্রিয়া করেছে। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়। টিপুকে সংবাদ পাঠালুম, তবু সে আসতে এত বিলম্ব কচ্ছে কেন ?

[টিপুর প্রবেশ।]

টিপু—মাতাজী। আমায় স্মরণ করেছেন কেন ?

দীপা—এই যে এসেছ টিপু। তোমার নিজস্ব সেনাবল কত ?

টিপু—আমার সেনাবল ! সবই তো মহীশূর রাজের—

দীপা—না, মহীশূর সেনা নয়, তোমার নিজস্ব সেনা।

টিপু—মাত্র পঁচিশ জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী—

দীপা—উত্তম, তাদের নিয়ে এই মুহূর্ত্তে তোমায় মহীশূর ত্যাগ করতে হবে।

টিপু—সে কি মাতাজী—

দীপা—কুচক্রীর পরামর্শে আমার পুত্র সর্ব্বনাশের পথে পা

বাড়িয়েছে। সমরসিংহ ও মহারাষ্ট্রের কূটবুদ্ধি খণ্ডেরাওয়ের সঙ্গে সে এই মাত্র ভয়াবহ ষড়যন্ত্র কর্চ্ছিল। আমি আড়াল হ'তে তাদের সব কথা শুনেছি। তুমি যাও—এই দণ্ডে শ্রীরঙ্গপত্তন ছেড়ে তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হওগে—

টিপু—পিতার কাছে যাব? কিন্তু পিতা কোথায় সে তো আমি জানি না—

দীপা—হায়দার গেছে ফেরারী দস্যু আব্বাদাকে বন্দী করতে। আব্বাদা হয়তো তোমার পিতাকে একা পেয়ে বিপদে ফেলতে পারে। তুমি তোমার পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আগে সেই দস্যু দমন কর; তারপর প্রয়োজন হ'লে অস্ত্রের সাহায্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের পথ মুক্ত কোরো—

টিপু—অস্ত্রের সাহায্যে! মাতাজী!

দীপা—হ্যাঁ টিপু, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দুর্ব্বৃত্ত খণ্ডেরাও ও সমর সিংহ আমার নির্ব্বোধ পুত্রকে সম্মুখে রেখে, তোমাদের শ্রীরঙ্গপত্তন ফেরবার পথ রুদ্ধ করতে চাইবে।

টিপু—তুমি এসব কি বলছ মাতাজী! সত্যই যদি এ কখনো সম্ভব হয়—ভাই কৃষ্ণরাজ সত্যিই যদি অস্ত্রহাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান—তবু আমরা শ্রীরঙ্গপত্তন প্রবেশের চেষ্টা করব?

দীপা—হ্যাঁ, তাই করবে। করতে হবে।

টিপু—মাতাজী, সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'লেও, কৃষ্ণরাজ যে তোমার সন্তান।

দীপা—তাই কি সঙ্কোচ হচ্ছে কৃষ্ণরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে?

টিপু—মাতাজী!

দীপা—ভুল করোনা টিপু! কৃষ্ণরাজ আমার এক সন্তান। আর এই মহীশূর রাজ্য জুড়ে রয়েছে আমার লক্ষকোটী সন্তান। তোমার বাহুবলে, হায়দারের অমিত বিক্রমে আজ ভারতব্যাপী এই বিরাট

দুর্য্যোগের মধ্যেও আমার সাধের মহীশূর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষ্ণরাজকে আমি হারাতে পারি,—মহীশূরের গৌরব আমি কিছুতেই হারাতে পারি না! কোন মূল্যে নয়। যদি প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণরাজকে তোমরা বিষদুষ্ট ক্ষতের ন্যায় অস্ত্র উপচার দ্বারা বর্জ্জন করো—আমি হাসিমুখে তোমাদের বরণ করে নেব।

টিপু—মাতাজী—মাতাজী

দীপা—আর কাল বিলম্ব নয়, শীঘ্র যাও—যাও—

তৃতীয় দৃশ্য।

[জলদস্যু আন্দ্রাদার শিবির। দস্যু টিম্বোজী মদ খাইতেছিল। ফিরিঙ্গী নর্ত্তকীদের নৃত্য।]

আন্দ্রাদা—Stop—stop your dancing, get out টীম্বোজী! you rascal, you are drinking like a swine.

টিম্বোজী—তা আর কি ক'রব সাহেব? সারাদিন লুঠতরাজ করে রাতের বেলা একটু বিলিতি মাল নিয়ে ফুর্ত্তি কর্চ্ছি—তাও তোমার সইল না। সেই এক মেয়ে মানুষ পালিয়েছে আর তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আন্দ্রাদা—No—No, I won't let her go! হামি উহাকে ভাগিটে ডিবে না। Ofcourse I don't care a fig for that naughty girl, লাইকেন হামার হাট হইটে শিকার ভাগ যাইবে, উহা হামার অপমান, Ferara de Andrada এই অপমান বরডাস্ত করিবে না। No—never—উহার নিমিট্ট হামি—

টিম্বোজী—কি করবে?

আন্দ্রাদা—কি করিবে, ডরকার হইলে উহার নিমিট্ট হামি শহর—বাজার—গাঁও, তামাম মুলুকমে আগুণ জ্বালাইবে। বুড্ডা, বাচ্চা, জোয়ান,

মর্দ্দানা—জেনানা যেতো আদমী সামনে পাইবে, I shall kill them, just like wild beasts, no—just like cats and dogs and rams.

[ফুলসাহেবের প্রবেশ ; তলোয়ারের সামনে
পড়িয়া এক পা পিছাইয়া গেল]

ফুল—ইরি, ইরি, ইরি গেছি গেছি

টিম্বোজী—ঐ যে ফুলসাহেব এসেছে, ওর জিম্মা থেকে মেয়েমানুষটি পালিয়েছে। ওকে জেরা কর সাহেব, আমি ততক্ষণ গলা ভিজিয়ে নিই।

[প্রস্থান।]

আন্দ্রাদা—ফুলসাহেব, you scoundrel ! হামি আর্ম্মানী জাহাজ লুট করিটে গেল—আউর ইধার হইটে ডাকু লোক টোমার জিম্বা হইটে লেডীকো চোরী করিয়া ভাগ গেল ?

ফুল—ডাকু not sir, ডাকু not, what করবে ডাকু ! চার দিকে ছিপে করে তোমার পল্টন তো আমাদের বজরা round করে রেখেছিল। হঠাৎ কোথা হতে এসে যেন পাঁচীর মায়ের খেল দেখিয়ে চলে গেল। Showed mother of Panchi's play and gone taking girl.

আন্দ্রাদা—How many were they ? কেটো আডমী আসিল ?

ফুল—কতো নয় ! একা একা এসেছিল not two, not three, but one আঃ one আঃ came. হাওয়ার মত এল, হাওয়ার মত গেল, wind like come, wind like gone. চোখ চেয়ে দেখবারও ফুরসুৎ পেলুম না—সে লোকটা কে ? Who man that ?

আন্দ্রাদা—No I can't believe your story, হামার মনে হইল, ইহা সব টুমার বডমাসী, হামাকে খণ্ডেরাও খবর ডিল, হামার

নিমিট্ট beauty queen পাঠাইবে। ওহি girl টামাম হিণ্ডুস্থানের সবসে আচ্ছা beauty। টুমি পঠে আসিটে আসিটে ওহি girlকে টুমার নিজের নিমিট্ট লুকাইয়া রাখিয়াছে।

ফুল--কি যে বল সাহেব? আমি নজর দেব তোমার জন্যে এত করে যোগাড় করে আনা সেই বিবির দিকে! "কে বলেছে কি, পান্ত ভাতে ঘি।" Who says what? Panto rice এ liquid butter?

আল্রাদা—what?

ফুল—আমি বলছি আমার কেন দোষ দাও সাহেব? থণ্ডেরাও lady, supply you sir lady buy, আমি বেচারী শুধু lady bring এর commission agent বইতো নয়। আমি করব lady লোপাট? রামচন্দ্র! এতদিন দেখছতো? যা স্বাভাবিক তাই বল, See me so days! Tell me what natures call.

আল্রাদা—Stop that nonsense, you devil ফুলসাহেব, টুমাকে হামি বিশওয়াশ করে না। Well, if you plead not guilty, যাও beauty queen কো ফিন্ পাকড়্কে লেযাও। উহাকে হামি এক ডফে ডেখিটে চাই।

ফুল—হরি—হরি—সে গেল উধাও হয়ে, এখন তাকে দেখবার সাধ! Tree hanging jack fruit—গোঁফ eating oil!

আল্রাদা—What do you say?

ফুল—বল্‌ছি ও ভেলকী দেখান হুরীর আশা ছেড়ে দাও। ও বিবি যখন লায়েক হবে—সায়েব তখন কবর নেবে! When that Bibi becomes লায়েক, your honour then taken grave!

(নেপথ্যে কোলাহল)

আল্রাদা—What's that?

(টিপ্পোজীর প্রবেশ)

টিপ্পোজী—বহুৎ খোস খবর সাহেব—বহুৎ খোস খবর। মেয়েমানুষটি গ্রেপ্তার হয়েছে।

আল্‌দ্রাদা—Is it ?

টিপ্পোজী—ওই বনের ধারে ঘুর ঘুর কচ্ছিল, আমাদের অনুচরেরা দেখতে পেয়ে ধরে এনেছে।

আল্‌দ্রাদা—Then send her at-once, go quick.

(টিপ্পোজীর প্রস্থান)

ফুল—আর ভাবনা কি তবে—কেল্লাফতে সাহেব। কেল্লা ফতে—Fort capture sir—fort capture. এইবার my commission and oblige.

আল্‌দ্রাদা—বাহারমে ঠারো, আবি বখসিস্ মিলেগা।

(ফুলসাহেবের প্রস্থান)

(টিপ্পোজীসহ মরিয়মের প্রবেশ)

টিপ্পোজী—এই নাও সাহেব! বন্দিনী হাজির,—আমি যাই, বনের ধারে আরও কতকগুলো কি রয়েছে অনুমান হ'ল, দেখে আসি।

(প্রস্থান)

মরিয়ম—তুমিই জলদস্যু আল্‌দ্রাদা ?

আল্‌দ্রাদা—Yes! but—but who are you ? টুমি কোন ?

মরিয়ম—আমি মরিয়ম!

আল্‌দ্রাদা—মরিয়ম! মরিয়ম!

মরিয়ম—আমায় তুমি ধরে এনেছ কেন ? কি উদ্দেশ্য তোমার ?

আল্‌দ্রাদা—মরিয়ম—These eyes, this forehead, these lips! হামার মনে হয় টুমি যেন—টুমি যেন—no—no—impossible, absurd!

মরিয়ম— আন্দ্রাদা !

আন্দ্রাদা -হিণ্ডুস্থানের সবসে আচ্ছা beauty হামাকে খণ্ডেরাও উপহার ডিটে চাহিল। I admit, হামি স্বীকার করে—এহি beauty কেবল হিণ্ডুস্থান নহে- বুঝি টামাম ডুনিয়ামে ইহার টুলনা মিলিবে না।

মরিয়ম আন্দ্রাদা

আন্দ্রাদা No no ! হামি টুমার মুখের পানে চাহিটে পারে না, I am panic stricken ! Whole Deccan মে যে panic creat করিল, সেই pirate king ferara De Andradaর হৃডয় টুমাকে ডেখিয়া কাঁপে ! My blood is getting cold, it is almost frozen ! Who are you, টুমি কোন ? সট্ট বল মরিয়ম, টুমি কোন্ আছে ?

মরিয়ম আমি মরিয়ম, এর বেশী পরিচয় আমার কিছু নাই। আর থাকলেও তোমার মত জলদস্যুকে সে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না।

আন্দ্রাদা— Why ! কেন পরিচয় ডিবে না।

মরিয়ম— কারণ, তোমার মত দস্যুকে আমি ঘৃণা করি।

আন্দ্রাদা— Just hold your tongue, you naughty girl, বোলো, টোমার পরিচয় বলিটে হইবে।

মরিয়ম—আমি বলব না। কি করবে তুমি ?

আন্দ্রাদা---না বলিবে টো টুমার জিহ্বা হামি ছিনাইয়া লইবে--ওহি জিহ্বা হামি হামার ইটালিয়ান কুকুরকে খাইটে ডিবে।

মরিয়ম—বেশ, পারতো তাই কর। এসো আমার জিভ্ কেটে নাও।

আন্দ্রাদা—মরিয়ম !

মরিয়ম—আন্দ্রাদা ?

আন্দ্রাদা --No—I won't touch you, হামি টুমার পরিচয় চাহি—আউর কুছ চাহিনা।

মরিযম--তা জানতে হ'লে আমাব মুখে নয়। আমার পঁচিশজন আপনার লোক এসেছে, তাদেন এনে জিজ্ঞাসা কর।

আল্রাদা– টুমার হাপন জন। No—No, you lie, ডুনিয়ায় টুমার হাপন জন নেহি আ:ছে।

মরিয়ম—আছে কি নেই ঐ বনান্তরালে আমার সঙ্গিনীরা পাল্কিতে বসে আছে। তাদের আনিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

আল্রাদা—পাল্কী!

মরিযম—হাঁ ঐ পাশেব গাঁয়ে থাকে তারা, আমার আত্মীয়! আমি এথানে এসেছি খবব পেয়ে তারা আমায দেখতে এসেছে। কিন্তু তোমার এথানে যা কড়া পাহাবা, তাই সাহস কবে আসতে পাচ্ছেনা।

আন্দাদা—ফুল সাহেব?

(ফুলসাহেবের প্রবেশ)

ফুল Yes Sir, Salute!

আল্রাদা—উটার পাল্কীমে জেনানা লোক আছে। সান্ত্রীকো বোলো —পাল্কী এথানে আসিটে ডিবে।

ফুল—যো হুকুম Sir, Salute.　　　　[প্রস্থান]

আল্রাদা- মরিয়ম!

[মরিয়ম হাসিয়া উঠিল]

আল্রাদা—Whats that! What makes you laugh!

মরিয়ম—না, --ভাবছি– আমার পরিচয় জানতে তুমি এত উৎসুক, যে এক তিল না ভেবে, এতটুকু বিলম্ব না করে, অমনি পাল্কী আনতে পাঠালে?

আল্রাদা—আজ আর হামি কুছু ভাবিনা,—হামি ভাবে, শুধু টুমি কোন? টুমার পবিচয় কি আছে!

মরিয়ম—কিন্তু আমার পরিচয় জানতে তোমার এত কৌতুহল হবার কারণ ?

আল্‌ব্রাদা—No, I won't say that, I can't say, টুমাকে ডেখিয়া হামার মনে হইল that terrible night ! সেই রাটি—সেই রাটি—

মরিয়ম—কোন রাত্রি ?

আল্‌ব্রাদা—No, I must not, বলিবেনা। ডুনিয়ামে আউর কাহাকে বলিবে না।

মরিয়ম—আল্‌ব্রাদা—

আল্‌ব্রাদা—টুমি জানে, হামি কেন Portugal হইটে India আসিল !

মরিয়ম—কেন ?

আল্‌ব্রাদা—I came here as a student of Philosophy! yes—হামি India আসিল Indian Philosophy শিক্ষা করিটে, আউর ঐ এক রাট্রী হামি হইল ডাকাট—হইল ডস্যু। ওই রাট্রি হামার পুথী কাড়িয়া লইল। হামার হাটে খঞ্জর টুলিয়া ডিল, হামি ডস্যু হইল। Whole western coast of India, হিণ্ডুস্থানের পশ্চিম সাগর কুলের হামি আটঙ্ক আছে ! টামাম পশ্চিম সাগর হামার ডরে কাঁপিয়া ওঠে, হামার পায়ের টলায় সাগরের ঢেউ আসিয়া কুর্নিশ জানায়।

[নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ]

আল্‌ব্রাদা—Whats that ? ফুল সাব—ফুল সাব—

[ফুল সাহেবের ছুটিয়া প্রবেশ]

ফুল—সর্ব্বনাশ হয়েছে sir ! Everything lost, ঐ শোন গুড়ুম—গুড়ুম।

আল্‌ব্রাদা—ক্যাহুয়া ? জল্‌দি বোলো—

ফুল—পঁচিশখানা পাল্কী এগিয়ে এল, প্রথম পাল্কীর ঢাকনা যেমনি

ফিরিঙ্গী সান্ত্রীরা open করেছে অমনি পাল্কী ছেড়ে, they highjumped speaking হারে রে রে, no Zenana sir—no Zenana , we hypocritified. পাল্কী ভর্ত্তি no wife—no sister, no mother with বন্দুক, তলোয়ার twenty five jumped all fathers sir—all fathers ।

আস্ত্রাদা—সেন্টি—on guard, on guard ।　　　　[প্রস্থান]

মরিয়ম—যাই—এই বেলা সরে পড়ি ।

ফুল—কোথায় যাবে তুমি সুন্দরী ! হায়দার আলি তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । একা তোমায় পেয়ে সে সুখী হয় নি, তাই সমস্ত জলদস্যু বহরকে গ্রেপ্তার করবার জন্য, তোমায় আবার ফেউ লাগিয়েছে ।

মরিয়ম—পাঠিয়েছে । ওদের তো গ্রেপ্তার করবই । তোমাকেও ছাড়ব না । অনেক মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছ তুমি, তোমাকেও এবার রেহাই দেব ভেব না ।

ফুল—তা যদি হয়—তবে আমায় ধরিয়ে দেবার আগে তোমাকে খতম করব ।

[ছুরি বাহির করিল]

[টিপুর প্রবেশ]

টিপু—খবরদার নফর ! মঙ্গল চাস তো অস্ত্র পরিত্যাগ কর । নইলে—

ফুল—নইলে নয় । এই ছুরি ফেলে দিলুম, দোহাই আমায় মেরোনা ।

টিপু—না, তোর মত পতঙ্গ বধ করে ফতে আলি টিপু তার অস্ত্র কলঙ্কিত করে না । যা দূর'হ ।　　　　[ফুলসাহেবের প্রস্থান ।]

টিপু—মরিয়ম ! আর বিলম্ব নয় । জলদস্যুরা সংখ্যায় পাঁচশত । শীঘ্র চলে এসো—আমার সঙ্গে চলে এসো ।　　　　[উভয়ের প্রস্থান ।]

[পশ্চাতে জাহাজে যুদ্ধ হইতেছিল, হায়দার চার পাঁচজন দস্যুকে বধ করিল। অতঃপর আল্ত্রাদার প্রবেশ]

হায়দার—এই যে আল্ত্রাদা—

আল্ত্রাদা—Haider !

[উভয়ের যুদ্ধ। একটু পরে আল্ত্রাদার তরবারি ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িল।]

হায়দার—আল্ত্রাদা! তোমার তরবারি ভগ্ন—

আল্ত্রাদা—Yes—Come on ; I am ready, Come on, বড, কর, হামাকে বড, কর।

হায়দার—না, দস্যু হলেও তুমি মহাবীর। তোমার পাঁচশত অনুচর দ্বারা সুরক্ষিত এই নৌবহর, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে অধিকার করতে আমায় কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে সত্য ; তবু সমগ্র আরব সাগর যার নামে প্রকম্পিত —সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরকে হায়দার আলি নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করবে না। নাও অস্ত্র গ্রহণ কর।

আল্ত্রাদা—I can't understand, what you say ? টুমি হামাকে sword ডিবে কেন ?

হায়দার—এই তরবারি নিয়ে আত্মরক্ষা কর। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

আল্ত্রাদা—What ! টুমার অস্ত্র লইয়া হামি টুমার সাঠে লড়াই করিবে ? I admit I am a pirate, হামি জলদস্যু আছে। Still I am a portugese soldier—টুমার অস্ত্র লইয়া—হামি টোমার বুকে বিঁডিটে জানি না। Come Haider, বড, কর—হামাকে বড, কর।

হায়দার—না, তোমাকে বধ করব না। যাও তুমি মুক্ত।

আল্ত্রাদা—বড, করিবে না ?

হায়দার—না।

আল্‌দ্রাদা—Haider! If you are so noble, টুমি এট মহৎ যদি, তবে হামার ভিক্ষা—ডয়া করিয়া—ডয়া করিয়া টুমি এই মরিয়মকে হামার নিকট রাখিয়া যাও।

হায়দার—মরিয়মকে? কেন?

আল্‌দ্রাদা—হামার প্রয়োজন আছে।

হায়দার—না আল্‌দ্রাদা, ওই মরিয়মের জন্য আমি এই আরব সমুদ্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুটে এসেছি; ওকে আমি তোমার হাতে ছেড়ে যেতে পারব না।

আল্‌দ্রাদা—টোমার ছাড়িটে হোবে।

হায়দার—না, কিছুতে নয়।

আল্‌দ্রাদা—Then listen, হায়ডার, টুমার পঁচিশজন সঙ্গী লইয়া টুমি উহাকে ছিনাইয়া লইটে পারিবে না। এইখানে হামার অডিক soldier নাই আছে, কিণ্টু হামার পাঁচ হাজার soldiers আরব সাগরের চারিডিকে ছড়াইয়া আছে। I shall inform them, হাজার soldiers লইয়া হামি টোমায় পঠে বাডা ডিবে। টোমার এক প্রাণীকেও বাঁচাইবে না, টামাম soldiersকে খটম করিয়া হামি মরিয়মকে ছিনাইয়া লইবে।

হায়দার—আল্‌দ্রাদা—আল্‌দ্রাদা—

আল্‌দ্রাদা—I swar in the name of god, ভগবানের নামে শপঠ করিটেছে—মরিয়মকে হামি জীবন থাকিটে ছাড়িবে না।

হায়দার—তা যদি হয়, তাহ'লে আর আমার দোষ নেই আল্‌দ্রাদা! এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার বন্দী।

আল্‌দ্রাদা—What! [তরবারি বাহির করিল] No—I must

go with you, টুমার সাঠে মরিয়ম আছে হামিও থাকিবে। Come on my friends—make me your prisoner.

[সৈনিকেরা আব্রাদাকে বন্দী করিল]

চতুর্থ দৃশ্য।

মহীশূর প্রাসাদ চত্বর। কৃষ্ণরাজ, খণ্ডেরাও ও সমরসিংহ।

কৃষ্ণ—এ আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি খণ্ডেরাও, যে হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনে নেই, এ সংবাদ পেয়েই মারাঠারা আমায় এমন অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে।

খণ্ডেরাও—হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু নেই বলে, শ্রীরঙ্গপত্তন তো অরক্ষিত নয় মহারাজ। পেশোয়ার সেনাদলকে আমরা বুঝিয়ে দেব, যে হায়দার ও টিপুর অবর্ত্তমানেও মহীশূর সৈন্য তাদের দেশের মর্য্যাদা, রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে।

সমর—আপনি চিন্তিত হবেন না মহারাজ, আমরা শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার এমন আয়োজন করেছি—

কৃষ্ণ—আয়োজন তোমরা করেছ তা জানি, কিন্তু পেশোয়া নারায়ণ রাওএর সৈন্যাধ্যক্ষ গোপাল হরি ও পরশুরাম ভাও কাবেরী নদীর তীরে এমন বিপুল সেনা সমাবেশ করেছে যে, মনে হয় তোমাদের সমস্ত আয়োজন তাদের সেনা প্রবাহের প্লাবনে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যাবে।

খণ্ডেরাও—মহারাজ কি তবে আমাদের শক্তিকে অবিশ্বাস করেন?

কৃষ্ণ—তোমাদের শক্তিকে অবিশ্বাস করিনা খণ্ডেরাও। কিন্তু যা অসম্ভব, তা কেমন করে বিশ্বাস করব? কাল সন্ধ্যায় প্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কাবেরী নদী ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু মারাঠার সেনাপ্রবাহ। সন্ধ্যা সূর্য্যের রক্ত রাগে তাদের কোষমুক্ত তরবারিগুলি

প্রদীপ্ত গৌরবে ঝলমল করে উঠছে। মহারাষ্ট্রের এ বিরাট অভিযানকে ব্যর্থ করতে হলে—অধিনায়করূপে চাই রণদেবতার এমন এক জাগ্রত সন্তানকে, রণস্থলে যে একাই লক্ষ কোটী যোদ্ধৃমূর্ত্তি ধারণ করতে পারে।

সমর—তেমন যোদ্ধা কোথায় পাবেন মহারাজ!

কৃষ্ণ—না, আর পাব না—কিন্তু একদিন তেমন মহাযোদ্ধাও আমার স্বপক্ষে ছিল।

খণ্ডেরাও—কে? হায়দার আলি নিশ্চয়।

কৃষ্ণ—খণ্ডেরাও! বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছ না—না?

খণ্ডেরাও—না, এতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি মহারাজ? বেশতো, হায়দার আলিকে ত্যাগ করে আপনি যখন অনুতপ্ত, তখন আমাদের বিদায় দিন। বরং সেই মহাযোদ্ধা পিতাপুত্রকেই বরণ করে নিয়ে আসুন। চল সমর সিংহ, আমরা যাই।

কৃষ্ণ—না—না, তুমি ক্ষুব্ধ হয়োনা খণ্ডেরাও। হায়দারের শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে শক্তির পদানত হ'য়ে থাকতে চাই না। যাকে বর্জ্জন করেছি চিরতরেই করেছি! আমার আশ্রয় ভরসা সব কিছু তোমরা! তোমাদেরই ওপর নির্ভর করে তরঙ্গ উদ্বেল মহাসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—এসময়ে তোমরা আমায় ত্যাগ করে চলে যেয়োনা বন্ধু!

খণ্ডেরাও—চিন্তিত হবেন না মহারাজ, আপনি আমাদের ত্যাগ না করলে এজীবনে আমরা আপনাকে ত্যাগ করব না।

কৃষ্ণ—তা জানি খণ্ডেরাও।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

কৃষ্ণ—কি সংবাদ প্রতিহারী?

প্রতি—ফুলসাহেব দলোয়াইএর সাক্ষাৎ প্রার্থী।

খণ্ডেরাও—ফুলসাহেব ! যাও নিয়ে এস । [প্রতিহারীর প্রস্থান

কৃষ্ণ—কে ফুলসাহেব ?

খণ্ডেরাও—আমার বিশ্বস্ত অনুচর । ওর কাছে হয়তো হায়দারের সংবাদ পাব ।

সমর—হায়দারের সংবাদ ! সে হয়তো এত দিনে জলদস্যু আন্দ্রাদার হাতে মৃত্যু বরণ করেছে । টিপুকেও মুঠোর মধ্যে পেয়ে শুধু আপনার জননীর জন্য বধ করতে পারলুম না । হায়দার ও টিপু দুজনকে যদি একসঙ্গে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় দিতে পারতুম—

(ফুলসাহেবের প্রবেশ)

ফুল—এসেছে—এসেছে—আমাদের সবাইকে চিরবিদায় দিতে এসেছে তারা ।

খণ্ডেরাও—বিদায় দিতে এসেছে ? কে ?

ফুল—হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু !

সমর—সে কি ! কি বলছ তুমি ?

কৃষ্ণ—হায়দার আলি, টিপু···কোথায় এসেছে ?

ফুল—একটু সবুর করুন । বড্ড হাঁপিয়ে গেছি, একটু দম নিয়ে বলছি ।

খণ্ডেরাও—ফুলসাহেব ! শীঘ্র বল, হায়দার কি জলদস্যু আন্দ্রাদার হাতে নিহত হয়নি ?

ফুল—হুঁ, সেই ভরসাতেই গোঁফে তা দিয়ে ব'সে থাকুন । নিহত হওয়া তো ভাল, বাপ বেটা একসঙ্গে মিলে তাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে ।

খণ্ডেরাও—বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছে ! তারা এখন কোথায় ?

ফুল—বাপবেটা কাবেরী নদীর তীরে । একেবারে মারাঠা ছাউনীর সাম্‌না সাম্‌নি শিবির ফেলেছে ।

সমর—সে কি ?

ফুল—আর সে কি ! নিজের চোখে দেখে এলুম । হায়দার ছাউনী ফেলে মারাঠা সেনাপতির শিবিরে ঢুকেছে ।

কৃষ্ণ—মারাঠা সেনাপতির শিবিরে ! কেন ?

ফুল—কেন টেনর জবাব দিতে পারব না । যা দেখে এলুম, বললুম,— এখন কি কেন—সে বুঝুন আপনারা । আমি যাই, একটু জিরিয়ে নিইগে, কি জানি যা তোড়জোড়, আর যদি জিরোবার ফুরসুৎ না হয় । (প্রস্থান)

কৃষ্ণ—তাই তো, হায়দার মারাঠা শিবিরে !

খণ্ডেরাও—নিশ্চয় টিপুর মুখে এদিককার সমস্ত সংবাদ শুনে এখন সে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রীরঙ্গ পত্তন আক্রমণ করতে চায় ।

সমর—তা ছাড়া এ সাক্ষাতের অন্য কোন রূপ অর্থ থাকতে পারে না । হায়দার চায় মারাঠার সাহায্যে শ্রীরঙ্গপত্তনে তার হৃত অধিকার স্থাপন করতে ।

কৃষ্ণ—হৃত অধিকার স্থাপন ! মারাঠার সহায়তায় !

খণ্ডেরাও—তাতে আর সংশয়ের অবকাশ নেই মহারাজ ! সময় সংক্ষেপ, শীঘ্র আদেশ করুন, আমরা আমাদের যথা কর্ত্তব্য বিধান করি ।

কৃষ্ণ—বেশ, যাও সমরসিংহ । কাবেরী নদী তটে তোমার সেনাদল নিয়ে প্রতীক্ষা করগে, যে মুহূর্ত্তে ওরা নদীপার হতে চাইবে—অগ্নিস্রাবী কামানের মুখে ওদের হুঁসিয়ার করে দেবে—জানিয়ে দেবে যে, মহীশূর রাজ কৃষ্ণরাজ—আজ আর বিলাস গৃহে ঘুমিয়ে নেই, যাও—

(সমর সিংহের প্রস্থান)

কৃষ্ণ—খণ্ডেরাও !

খণ্ডেরাও—আদেশ করুন মহারাজ ।

কৃষ্ণ—প্রাসাদ দুর্গের সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত হতে বল ।

ও মহারাষ্ট্রের সম্মিলিত বাহিনীকে বাধা দিতে হলে আমাদের মহীশূরের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

(দীপাবাঈএর প্রবেশ।)

দীপা—কৃষ্ণরাজ ?

কৃষ্ণ—মা।—

দীপা—শুনলুম হায়দার আলির বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ আয়োজন কচ্ছ ?

কৃষ্ণ—হ্যাঁ মা !

দীপা—তার কারণ ?

কৃষ্ণ—হায়দার মহারাষ্ট্র সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করতে আসছে !

দীপা—হায়দার যোগ দিয়েছে তোমার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তির সঙ্গে ? এ অদ্ভুত সংবাদ তোমায় কে দিলে কৃষ্ণরাজ ?

খণ্ডেরাও—সে কি ! আমাদের গুপ্তচর স্বচক্ষে দেখে এসেছে হায়দারকে !

দীপা—স্তব্ধ হও। মহীশূর রাজের সঙ্গে যেখানে রাজজননীর কথা হচ্ছে—কে তুমি উদ্ধত মূঢ় তার মধ্যে কথা কইতে সাহস কর !

খণ্ডেরাও—আমি—আমি—মহীশূরের—

দীপা—কোন কথা শুনতে চাইনে, মাতা-পুত্রের আলোচনার মধ্যে তোমার থাকা নিষ্প্রয়োজন ; এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ কর।

কৃষ্ণ—মা, খণ্ডেরাও আমার—

দীপা—কৃষ্ণরাজ !

কৃষ্ণ—বেশ, তাই হোক। যাও খণ্ডেরাও—প্রাসাদদুর্গের সমস্ত প্রাণীকে অস্ত্রসজ্জা করবার আদেশ দাওগে। হ্যাঁ, তাদের বোলো, যে হায়দার আলি ও টিপুর বিরুদ্ধে তাদের পরিচালিত করব আমি নিজে।

[খণ্ডেরাওএর প্রস্থান]

দীপা—কৃষ্ণরাজ !

কৃষ্ণ—বল মা।

দীপা—এখনও বলছি পুত্র, এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। যদি কল্যাণ চাও, হায়দার আলিকে বিনা বাধায় পুরী প্রবেশ করতে দাও।

কৃষ্ণ—হায়দার আলি ও ফতে আলি টিপু যদি এ পুরী প্রবেশ করে, তার আগে নিশ্চিত জেনো মা, কৃষ্ণরাজের মৃত্যু হয়েছে।

দীপা—ছিঃ পুত্র, একি দুর্জ্জয় আক্রোশ তোমার হায়দার আলি ও টিপুর প্রতি! আমি ভাবতেও পারিনে, যে এমন ভাবে তোমার অন্তরকে বিষাক্ত করে তুলেছে—ঐ নীচ চক্রান্তকারীর দল।

কৃষ্ণ—মা—

দীপা—ঐ খণ্ডেরাও মহারাষ্ট্রের পেশোয়ার কাছে মহা অপরাধ করেছে। পেশোয়ার নিকট গুরুদণ্ডের ভয়ে, সে মহারাষ্ট্র ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল মহীশূরে। তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সে আজ তোমায় পরিচালিত করতে চাইছে। ওই অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করতে হবে—এই দাবী নিয়ে পেশোয়ার বিপুল বাহিনী আজ মহীশূরের দ্বারদেশে। তা নইলে আজ এযুদ্ধ আয়োজনের তো কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলনা! কৃষ্ণরাজ! আমি তোমার মা, তোমায় অনুরোধ কচ্ছি পুত্র, খণ্ডেরাওকে পেশোয়ার হস্তে অর্পণ কর, সেই সঙ্গে যুদ্ধ থেমে যাবে। তোমার কল্যাণ হবে। আমার কথা শোন পুত্র,—তোমার ঐ হীন সঙ্গীকে ত্যাগ কর।

কৃষ্ণ—না মা, আমায় অনুরোধ করো না। হীন হোক, অপরাধী হোক; তবু ঐ খণ্ডেরাও আজ আমার প্রধান সহায়। এ সঙ্কট মুহূর্ত্তে ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না।

দীপা—কৃষ্ণরাজ—কৃষ্ণরাজ—

কৃষ্ণ—এ অনুরোধ আমি রাখতে পারব না মা! হায়দার আলি

ও টিপুর আধিপত্য খর্ব্ব করতে হ'লে খণ্ডেরাওকে আজ আমার একান্ত প্রয়োজন।

দীপা—হায়দার আলি ও টিপুর শক্তি ক্ষয় তাহ'লে করতেই হবে?

কৃষ্ণ—শুধু শক্তি ক্ষয় নয় মা; আমার রাজ্য রক্ষা করতে হলে, আজ হায়দার আলি ও টিপুর ধ্বংস সাধন প্রয়োজন।

দীপা—হতভাগ্য পুত্র। টিপু, হায়দারকে ধ্বংস করে রাজ্য রক্ষা করবে তুমি! একবার, শুধু একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতো পুত্র, সুদূর বাংলার ভাগীরথী তীরে, পলাশীর আম্রকানন হ'তে ঐ যে বাষ্প-কুণ্ডলী উঠছে, সেই বাষ্প হতে ঐ যে আকাশ কোণে মেঘের সৃষ্টি হ'ল, ঐ মেঘ, ঐ অগ্নিগর্ভ মেঘকুণ্ডলী—ওকে কি আজও চিনতে পারনি পুত্র? পলাশীর মেঘ, বাংলার এই মেঘ দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেলবে। কত মহীশূর রাজ্য সে প্রলয় ঝঞ্ঝায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শত কৃষ্ণরাজ, খণ্ডেরাও-এর সাধ্য নাই, সে দুর্জ্জয় মহাপ্রলয়কে রোধ করে। তার জন্য চাই—হায়দার আলিকে, জাগ্রত ব্যাঘ্ররূপী ঐ পুত্রে আলিটিপুকে। যদি রাজ্য রাখতে চাও, দেশকে বাচাতে চাও, তাহ'লে এইদণ্ডে সমাদরে বরণ করে নিয়ে এসো টিপু—হায়দারকে।

কৃষ্ণ—সে আমি পারব না মা। একবার যখন তাদের বর্জ্জন করেছি, তখন আর আহ্বান করব না।

দীপা—কৃষ্ণরাজ!

কৃষ্ণ—না, কিছুতে নয়। সে জন্য যদি আমায় রাজ্য হারাতে হয় তাও ভাল।

দীপা—তবে তাই হোক্—আমি তোমার মা; আমি তোমার মঙ্গলের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য, সমস্ত দেশের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্চ্ছি,—তোমার ঐ অক্ষম দুর্ব্বল হস্ত হতে যেন রাজ্যদণ্ড

খসে পড়ে।—তোমাকে যেন[সত্য]সত্যই রাজ্যহারা হতে হয়।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণ—তোমার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করলুম মা; যদি এ বাহু সত্যই দুর্ব্বল হয়, অক্ষম হয়ে রাজদণ্ড ধারণের ব্যর্থ প্রয়াস আর আমি করব না মা।

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ ও কোলাহল]

কৃষ্ণ—কি হ'ল! এত কাছে বন্দুকের আওয়াজ কেন?

[সমর সিংহের প্রবেশ]

সমর—সর্ব্বনাশ হয়েছে মহারাজ, টিপু—হায়দারকে কাবেরী নদী অতিক্রমে বাধা দেবার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়েছে! তারা নদী অতিক্রম করে প্রাসাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

কৃষ্ণ—সে কি?

সমর—আপনি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন মহারাজ, আমি যাচ্ছি প্রাসাদ তোরণে।　　[প্রস্থান]

কৃষ্ণ—টিপু হায়দার কি সত্যই মায়া যোদ্ধা! মহীশূরবাহিনীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে এত শীঘ্র কাবেরী নদী অতিক্রম কর্লে!

[ফুলসাহেবের প্রবেশ]

ফুল—শুধু নদী অতিক্রম নয়, এতক্ষণে প্রাসাদ তোরণ অতিক্রম কর্লে। মহারাজ, যদি বাঁচতে চান—পালান—পালান।

[ফুলসাহেবের প্রস্থান]

কৃষ্ণ—পালাব! পালিয়ে পশুর মত জীবন রক্ষা করব। না, কখনো নয়, জীবন দিতে হয় সেও ভাল, তবু জননী দীপাবাঈয়ের সন্তান আমি—বিধাতার কাল বজ্র মাথা পেতে নেব! পালাতে পারব না। কে আছিস্—আমার অস্ত্র—অস্ত্র—

[খণ্ডেরাও এর প্রবেশ]

খণ্ডেরাও—আর অস্ত্র ধারণের অবকাশ নেই—শীঘ্র আমার সঙ্গে চলে আসুন—

কৃষ্ণ—কোথায় যাব ?—

খণ্ডেরাও—কোথায় যাবেন ভাববার সময় এখন নয় মহারাজ, শত্রু বিদ্যুৎ গতিতে পুরী প্রবেশ করেছে; হয়তো এই মুহূর্ত্তে এখানে চলে আসবে।। আসুন মহারাজ, প্রাণে বাঁচলে হৃতরাজ্য আবার উদ্ধার হবে,—শীঘ্র আসুন

কৃষ্ণ—না, আমি পালাতে পারব না খণ্ডেরাও।

খণ্ডেরাও—আঃ দ্বিরুক্তি করে সময় নষ্ট করবেন না। প্রতিটী মুহূর্ত্ত এখন মূল্যবান, ঐ কোলাহল বড় নিকটে, তারা এল বুঝি! আসুন, শীঘ্র চলে আসুন মহারাজ!

কৃষ্ণ—খণ্ডেরাও!

খণ্ডেরাও—যাবেন না? তবে থাকুন আপনি—আমি পালিয়ে চল্‌লুম।

[পলায়নোদ্যত ; সহসা সসৈন্যে টিপুর প্রবেশ]

টিপু—কোথায় পালাবে শয়তান! জীবন্ত মৃত্যু তোমার সম্মুখে।

খণ্ডেরাও—ফত্তে আলি টিপু! আমায় বধ করো না, আমি কোন অপরাধ করিনি—

টিপু—না, অপরাধ করনি! দেবতুল্য উদার ঐ কৃষ্ণরাজের হৃদয়ে উদ্যত সহস্র ফণায় কালকূট বিষ ঢেলেছ—তুমি তো অপরাধ করনি—! [মাটিতে ফেলিয়া বুকে চাপিয়া বসিল] শয়তান! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর। তোমার জীবনের এই শেষ। [পিস্তল তুলিল]

[হায়দারের প্রবেশ]

হায়দার—ক্ষান্ত হও টিপু, বধ করনা। ওকে শৃঙ্খলিত ক'রে মহারাষ্ট্রের পেশোয়ার কাছে প্রেরণ কর। যাও—

[সৈনিকেরা খণ্ডেরাওকে ধরিয়া লইয়া গেল]

হায়দার—মারাঠারা সন্ধি বদ্ধ হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তন ত্যাগ করেছে। খণ্ডেরাওকেও বন্দী করে প্রাসাদ শত্রুমুক্ত করেছি। যাক্, সর্ব্বকার্য্য শেষ। [প্রহরীর প্রস্থান] মহারাজ! এই আপনার পদতলে অস্ত্র রক্ষা করলুম। বিদ্রোহীদের এইবার শাস্তি দিন।

কৃষ্ণ—শাস্তি ?

হায়দার—হ্যাঁ, বিদ্রোহী! যে কারণেই হোক না কেন, রাজার বিরুদ্ধে যখন অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে, তখন আমরা অপরাধী। রাজদণ্ড গ্রহণ করতে এই আপনার কাছে মাথা পেতে দিচ্ছি মহারাজ।

কৃষ্ণ—তা যদি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যাতে আর কখনো এরূপ অপরাধ করতে না পার, তাই তোমার নত মস্তকে অর্পণ করলুম এই আমার রাজদণ্ড।

[মুকুট পরাইয়া দিলেন]

হায়দার—একি মহারাজ! এই আমার শাস্তি! নিজেকে এমন ভাবে বঞ্চিত করে—

[দীপাবাঈএর প্রবেশ]

দীপা—না হায়দার, কৃষ্ণরাজ আর বঞ্চিত নয়। মহীশূর রাজ্যের পরিবর্ত্তে, সে আজ ফিরে পেল বঞ্চিত মাতৃস্নেহের-মহাসাম্রাজ্যের পূর্ণ অধিকার।

হায়দার—তবু মা, তোমার শ্বশুর কুলের এই রাজ্য আমি মুসলমান -আমার হাতে তুলে দিয়ে—

দীপা—ভুল বলছ হায়দার, হিন্দুর রাজ্য আজ মুসলমানের হাতে তুলে দিলুম না। রাজ্য তুলে দিলুম আজ তারই হাতে, যার বিজয় পতাকা মূলে দাঁড়িয়ে হিন্দু ভুলে যাবে যে আমি শুধু হিন্দু, মুসলমান ভুলে যাবে যে আমি শুধু মুসলমান। মিলিত বক্ষে, মিলিত কণ্ঠে ভারতের দুই মহাজাতি উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে বলবে—আমাদের একই লক্ষ্য—স্বাধীন ভারত। আমাদের একই পরিচয়—আমরা ভারতের সন্তান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পুণায় পেশোয়ার মন্ত্রনা কক্ষ।

রঘুবা ও খণ্ডেরাও।

রঘুবা—বলকি খণ্ডেরাও, মহীশূর রাজ্যের সর্ব্ব কর্তৃত্ব হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও, তা তোমায় ত্যাগ করে চলে আসতে হলো!

খণ্ডেরাও—সাধে ত্যাগ করিনি, ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম যে! বোধ হয় দৈব,—দৈব আমার প্রতিকূল। তা নইলে—কৃষ্ণরাজকে পর্য্যন্ত বিদ্রোহী করে তুললুম। মহীশূরের অর্থবল, সেনাবল সব নিয়ে হায়দারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালুম। অথচ যাকে ধ্বংস করতে এত আয়োজন—সেই হায়দারই হয়ে বসল মহীশূরের অধিপতি—আর আমাকে বরণ করতে হ'ল বন্দীত্ব।

রঘুবা—খণ্ডেরাও—

খণ্ডেরাও—ভেবেছিলাম পুণায় এসে সারা জীবন বোধহয় আমাকে কারাগারেই যাপন করতে হবে, কিন্তু শুধু আপনার জন্য মুক্তি পেলুম।

রঘুবা—তোমাকে কি সহজে মুক্ত করতে পেরেছি বন্ধু? উদ্ধত পেশোয়া তো তার মাতৃ অবমাননাকারী বলে তোমায় প্রাণদণ্ড দেবে স্থির করেছিল, আমি গিয়ে পেশোয়া জননীর শরণাপন্ন হলুম। কেন জানিনা,—পেশোয়া জননীর মনে হঠাৎ দয়ার উদয় হল। তিনি নিজে পেশোয়ার কাছে তোমার মুক্তি ভিক্ষা চাইলেন, তবে না তুমি মুক্তি পেলে।

খণ্ডেরাও—পেশোয়া জননী যোশীবাঈ?

রঘুবা—হ্যাঁ, যাঁর অবমাননা করেছ, তিনি নিজে।

খণ্ডেরাও—সে কি ?

রঘুবা—সে যা হোক—এক পরামর্শ দিচ্ছি শোনো। ভবিষ্যতে দলে ভারী না হলে, পেশোয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলোনা বা কোরোনা। এমন বদ্‌রাগী, উদ্ধত পেশোয়া পুণার গদিতে আর কোনদিন বসেনি। আমি তার পিতৃব্য, তবু সে আমাকে পর্য্যন্ত পদে পদে অপমান করতে ছাড়ে না।

খণ্ডেরাও—তাই তো আমাদের একান্ত ইচ্ছা, যে ঐ নারায়ণ রাওকে অপসারিত করে—আপনাকেই—

রঘুবা—চুপ্, চুপ্—ওকথা মুখে আনাও মহাপাপ! নারায়ণরাও যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

খণ্ডেরাও—মধুরাও তো ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, তাকেও তো—

রঘুবা—তুমি দেখছি আমায় শূলে দিতে চাও। হাওয়ারও কান আছে বন্ধু।

খণ্ডেরাও—আচ্ছা, আর কিছু বলবনা। এদিককার আয়োজন ?

রঘুবা—সব প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রভৃতি মারাঠা নায়কদের রাজী করিয়েছি। তাঁরা সবাই হায়দারের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হতে স্বীকৃত হয়েছে।

খণ্ডেরাও—কিন্তু পেশোয়া ?

রঘুবা—মহারাষ্ট্রের সমস্ত নায়ক যদি একসঙ্গে ইংরেজের মিত্রতা স্বীকার করে, তাহলে এক পেশোয়া তাদের বিপক্ষে যাবে কোন সাহসে ? সবাই মিলে আমারা চুক্তিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত পর্য্যন্ত ঠিক করে ফেলেছি ; মান্দ্রাজ থেকে কাপ্তেন Brook এসেছেন, এবার পেশোয়ার দস্ত খত নিতে। দস্তখত হয়ে গেলেই ব্যস্,—তারপর দেখে নেব—ওই হায়দার আলিকে !

খণ্ডেরাও—ঐ যে ওরা এসে পড়েছে।

রঘুবা—চুপ, মনে রেখো,—হাওয়া যেদিকে বইবে,—আমরাও সেই দিকে।

(নারায়ণরাও, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা ও
Capt. Brook-এর প্রবেশ)

নারায়ণ—এই যে পিতৃব্য,—এ সন্ধি পত্রের সমস্ত সর্ত্ত আপনি দেখছেন ?

রঘুবা—তা, হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি ?

নারায়ণ—হায়দার আলিকে বিনষ্ট করবার জন্ম ইংরেজের সঙ্গে আমাকে যোগ দিতে হবে। সন্ধিপত্রের এসর্ত্ত আপনি অনুমোদন করেছেন ?

রঘুবা—আমি কে ? আমার অনুমোদনের প্রয়োজন কি ? স্বয়ং পেশোয়া রয়েছেন এবং এই সিন্ধিয়া মহারাজ, ভোঁসলা রাজা সবাই মিলে—

নারায়ণ—না, এক্ষেত্রে আপনার অনুমোদনই সর্ব্বপ্রধান কথা। কারণ আপনি রাজনীতিতে—থাকেন না, অথচ পুণা হতে মান্দ্রাজে গিয়ে পেশোয়ার বিনানুমতিতে বেনিয়া কোম্পানীর সঙ্গে পেশোয়ার হয়ে সন্ধিপত্রের খসড়া রচনা করে এনেছেন!

রঘুবা—আমি মান্দ্রাজে—(Brook এর দিকে তাকাইলেন)

নারায়ণ—ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই, কারন সাহেবকে আগে হুঁসিয়ার করে দিতে ভুলে গেছেন। ব্রুক সাহেব নিজেই স্বীকার করেছে, যে আপনি মাঝে মাঝে মান্দ্রাজে তীর্থযাত্রা করে থাকেন।

রঘুবা—পেশোয়া ?—

নারায়ণ—সে কথা যাক্‌, শোন সাহেব,—তোমাদের সন্ধিপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মান্দ্রাজ সরকারকে বোলো, যে ও সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করতে আমি অক্ষম।

সিন্ধিয়া—সেকি পেশোয়া ! হায়দারকে চির তরে বিনষ্ট করবার এযে আমাদের পরম সুযোগ। এ সুযোগ ত্যাগ করলে, হায়দার দিন দিন যেরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তাতে—শীঘ্রই সে সমস্ত ভারতকে যে মুসলমান সাম্রাজ্যে পরিণত করবে।

নারায়ণ—মুসলমান সাম্রাজ্য ! আর আজ যদি সবাই মিলে হায়দারকে বধ কর্ত্তে পারি ?

সিন্ধিয়া—তা'হলে হিন্দুসাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে।

Brook—Yes, that's true, সাচবাৎ ! পেশোয়া হামাডের সঙ্গে যোগডিয়া হায়ডার আলিকে বিনষ্ট করুন, ভারটবর্ষ আবার হিন্দুর রাজ্য হইবে।

নারায়ণ—ওঃ তোমাদের সাহায্যে হায়দারকে বধ করতে পারলে, তোমরা তাহ'লে রাজ্যটা আমাদেরই হাতে তুলে দেবে ! সাত সাগর পেরিয়ে হিন্দুস্থানে এসেছো তোমরা শুধু আমাদের উপকার করতে ? শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মুস্কিল-আসান সেজে...তাই নয় ?

Capwood—Just believe me Peshwa, হামাডের সটটায় বিশ্বাস করুন।

নারায়ণ—বাংলার মিরজাফর, জগৎশেঠদেরও Clive সাহেব ঠিক অমনি করে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করেছিল। তারা বিশ্বাস করেও ছিল! তার ফলে ক্লাইভের গর্দ্দভের দলকে শুধু মাঠেই চরতে হ'ল, মসনদে নয়। মহারাষ্ট্রের মিরজাফর জগৎশেঠের দলও তোমাদের বন্ধুতায় বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু পেশোয়া নারায়ণ রাও তা করবে না। সন্ধি হবে না।

সিন্ধিয়া—পেশোয়া ! আমাদের সকলের সম্মিলিত অনুরোধ এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন সন্ধি না করলে—

নারায়ণ—অগ্রসর যেটুকু হয়েছেন আপনারা, এখনও ফিরতে

পারেন। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হ'লে সবাইকে পথেই দাঁড়াতে হবে! কারণ যাদের ঘরে আশ্রয় পাবেন বলে অগ্রসর হচ্ছেন,—দেখবেন তারাই পেছনদিক থেকে এসে, আপনাদের ঘর বেদখল করে বসে আছে।

ব্রুক। I protest, পেশোয়ার এইরূপ উক্তির হামি লোক প্রটিবাড করে। হামি লোক বানিজ্য করিটে আসিয়াছে, India মে রাজট্ট করিটে আসে নাই। হায়ডার বড় হইলে, মুসলমানের প্রভুট্ট বিনষ্ট হইবে—রাজ্য হিন্দু লোকের হইবে। হামি লোক কেবল বাণিজ্য করিবে। ব্যস—

নারায়ণ—মুসলমান যাবে—হিন্দু রাজ্য পাবে? বড় চমৎকার কৌশল উদ্ভাবন করেছ সাহেব। ছেলেবেলায় ইংরেজ গৃহশিক্ষক রেখেছিলুম, তারই মুখে শুনেছি,—তোমাদের রাজনীতি devide and rule—হিন্দু-মুসলমান দু'জাতকে আগে আলাদা করবে; তারপর দুজনকেই পদানত করে শাসন করবে। সেইদিন থেকে আমিও আমার রাজনীতি স্থির করে ফেলেছি সাহেব। আমার সে রাজনীতি কি, জানো ক্যাপ্টেন ব্রুক?

ব্রুক—What? কি?

নারায়ণ—সে রাজনীতি হ'ল, হিন্দুমুসলমান দু'জাতকে যোগ করব, তারপর বিদেশ থেকে এসে, দু'জনকার ওপরই যে কেউ প্রভুত্ব প্রয়াসী, তাকেই ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করব।

ব্রুক—Peshwa!

নারায়ণ—থাক্, বৃথা বাক্য ব্যয়ে কোন প্রয়োজন নেই সাহেব। আমার বক্তব্য তো শুনলে; আর তোমায় এখানে অধিকক্ষণ আটকে রাখব না। এবার তোমার মান্দ্রাজ সরকারকে গিয়ে সব কথা জানাতে পার।

ব্রুক—Then Madras Government কে হামাকে বলিটে হইবে যে, পেশোয়া এখন সণ্টি করিবে না। হামাডের কঠা দিয়া সে কঠা তিনি রক্ষা করিবেন না।

নারায়ণ—পেশোয়া তোমাদের কোন দিন কোন কথাই দেয়নি সাহেব, এবং কোন কথার খেলাপও করেনি। তোমরাই তোমাদের অনুগ্রহ জীবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সন্ধিপত্র নিয়ে এসেছ।

ব্রুক—কিন্তু এই সণ্টিপট্রে সাক্ষর না করিলে, ইহার ফল কি হইবে আপনি বুঝিটে পারেন না, আপনার ভীষণ ক্ষটি হইবে! এখনো সাবডান।

নারায়ণ—খবর্দ্দার সাহেব! তোমাদের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি। পেশোয়া তোমাদের বেনেতি দোকানের মশলা খরিদ করতে আসেনি, তোমরাই এসেছ তার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে,—একথা স্মরণ রেখে সংযত ভাষায় বাক্যালাপ কর।

ব্রুক—পেশোয়া—

নারায়ণ—দূত হয়ে এসেছ তুমি। দূতকে আমরা আজ পর্য্যন্ত——মর্য্যাদাই দিয়ে এসেছি। সে মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

ব্রুক—All right—　　　　[প্রস্থান]

সিন্ধিয়া—একাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না পেশোয়া।

নারায়ণ—কি!

সিন্ধিয়া—ইংরেজ দূতকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা। আর শুধু প্রত্যাখ্যানই বা বলি কেন—দস্তুরমত অপমান।

নারায়ণ—অপমান! পিতৃব্য?

রঘুবা—অপমান বৈ কি পেশোয়া? অতবড় প্রবল শক্তিমান কোম্পানীর দূত, তাকে তুমি সত্যই অপমানিত করেছ।

নারায়ণ— খণ্ডেরাও চুপ করে কেন, তোমারও অভিমত যে আমি সাহেবকে অপমানিত করেছি ?

খণ্ডেরাও—শুধু আমি একা নই, এখানে প্রত্যেকেই একবাক্যে বলবেন,—যে সাহেবকে আপনি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

নারায়ণ —হুঁ—

সিন্ধিয়া—আপনার এ গর্হিত কার্য্য আমরা কেউ সমর্থন করি না, করতে পারব না। আমরা এর প্রতিবিধান চাই।

নারায়ণ—কি করতে হবে ?

সিন্ধিয়া—সাহেবকে ডেকে এনে মিষ্টি কথায় তাকে ঠাণ্ডা করুন। তার সঙ্গে সন্ধি করুন।

নারায়ণ—অর্থাৎ বেনিয়া কোম্পানীর কাছে নতজানু হয়ে বলব,—আমরা একসঙ্গে সবাই মাথা নুইয়ে দিয়েছি, এই মাথাগুলোকে সোপানরূপে ব্যবহার করে, তোমরা হায়দারের রক্ত রঞ্জিত পদে ভারত সাম্রাজ্যের মসনদে আরোহন কর। এই তো ?

সিন্ধিয়া—পেশোয়া—

নারায়ণ—শ্বেতাঙ্গ দেখলেই আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, ভক্তি গদগদ চিত্তে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করতে পারেন। কিন্তু পেশোয়া নারায়ণ রাওএর অন্তরে ভক্তিরসের একান্ত অভাব! তাই এ মাথা চিরদিন সোজা হয়েই থাকবে, হয়ত একদিন ভেঙ্গেও যাবে, তবু কোন দিনই মচকাবে না। [প্রস্থান

রঘুবা—শুনলেন—শুনলেন আপনারা উদ্ধত পেশোয়ার উক্তি !

সিন্ধিয়া—শুনলুম—

রঘুবা—আমি ওর পিতৃব্য, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে তো অপমান কর্চ্ছেই, এখন মহারাষ্ট্রের শক্তিমান নায়কদের পর্য্যন্ত অপমান করতে সুরু করল।

খণ্ডেরাও—আমি না হয় পেশোয়ার চক্ষুশূল, কিন্তু তাব'লে সিন্ধিয়া মহারাজ, ভোঁসলা রাজা এদের প্রতি এতখানি অশ্রদ্ধা প্রকাশ, এও সহ্য করতে হবে?

সিন্ধিয়া—কখনও না, পেশোয়ার এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রতিফল দেব। পেশোয়া সন্ধি না করুন, আসুন আমরা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করব।

সকলে—হ্যাঁ, তাই চলুন।

[যোশীবাঈএর প্রবেশ]

যোশী—দাঁড়ান আপনারা—

রঘুবা—একি, পেশোয়া জননী! তুমি কেন এ মন্ত্রণা গৃহে!

যোশী—আড়াল হতে সব শুনলুম, তাই না এসে থাকতে পারলুম না। আমার পুত্র চপলমতি বালক, আপনারা তাকে শাসন করুন, তিরস্কার করুন, কিন্তু আমার অনুরোধ—তাকে বর্জ্জন করে যাবেন না।

সিন্ধিয়া—কি করব মা, আমরা তো পেশোয়াকে বর্জ্জন করিনি—পেশোয়াই আমাদের বর্জ্জন করলেন!

যোশী—পেশোয়া আপনাদের বর্জ্জন করল?

রঘুবা—তা বৈকি! এঁরা ইংরেজের সঙ্গে সম্মিলিত হতে চান, আর পেশোয়া এঁদের ত্যাগ করে হায়দারের সঙ্গে সম্মিলিত হবেন।

যোশী—হায়দারের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া কি আপনাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব?

সিন্ধিয়া—সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে আমরা কিছুতেই পারব না।

যোশী—আপনাদের রাজনীতি আপনারা বুঝুন,—তা নিয়ে আমি কোন তর্ক করব না। আমি শুধু পেশোয়ার মুখ চেয়ে আপনাদের অনুরোধ কাচ্ছ, হায়দারের সঙ্গে আপনারা যোগ না দিন, অন্ততঃ

তার বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে যোগ দেবেন না। কথা দিন—যে আপনারা আসন্ন যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবেন।

সিন্ধিয়া—আমরা নিরপেক্ষ থাকব? আর পেশোয়া?

যোশী—পেশোয়া যাতে আপনাদের বিরুদ্ধে না যান, সে দায়ীত্ব আমি গ্রহণ কর্চ্ছি। যেমন করে পারি তাকে আমি নিরপেক্ষ রাখব।

সিন্ধিয়া—পেশোয়া জননী!

যোশী—ইংরেজের বিরুদ্ধে হায়দার তার শক্তি পরীক্ষা করুক। মহারাষ্ট্র তাকে শক্তিমন্ত না করতে চায় বেশ, শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের মত দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল দেখুক।

রঘুবা—তা কি করে হয়। এখন ইংরেজের সঙ্গে যোগ না দিলে,আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে। আমাদের বিপদে পড়তে হবে।

যোশী—কিসের বিপদ! আপনারা তো ইংরেজের রাজ্য আক্রমণ করতে যাচ্ছেন না!

সিন্ধিয়া—তা যাচ্ছি না; তবু এখন নিরপেক্ষ থাকা মানেই ইংরেজকে শত্রু করে তোলা। আমরা তাদের আক্রমণ না করি—সুযোগ পেলে তারা হয়তো আমাদের আক্রমণ করতে পারেন।

যোশী—সে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কি মহারাষ্ট্র নায়কদের নেই?

সিন্ধিয়া—থাকলেও মুসলমান হায়দার আলির মুখ চেয়ে আমরা ইংরেজকে কেন শত্রু করে তুলব? কিসের জন্য আমাদের বলক্ষয় করব? না মা, তা আমরা পারব না!

যোশী—আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ—

রঘুবা—বৃথা অনুরোধ পেশোয়া জননী,—তা হয় না, হতে পারে না।

[মরিয়মের প্রবেশ]

মরিয়ম—হ'তে পারে বৈকি! একটু সবুর করুন। হাওয়া এখখুনি ঘুরে যাবে।

সিন্ধিয়া—কে !

যোশী—একি, মরিয়ম !

মরিয়ম—উহু, মরিয়ম নই, আমি এখন মহীশূর রাজ্যের দূত। এই দেখুন রাজকীয় অঙ্গুরীয়।

খণ্ডেরাও—বটে ! হায়দার আলি তাহ'লে এখন দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ কর্চ্ছেন রমনীকে ? অ্যাঁ ? হাঃ হাঃ হাঃ—

মরিয়ম—এ প্রশ্নের জবাব আপনি পাবেন রাওজী ; তবে একটু বাদে। তার আগে আপনারা বলুন তো, কি হ'লে আপনারা ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করবেন ?

সিন্ধিয়া—আমরা ইংরেজকে ত্যাগ করব না। হায়দারের সঙ্গে আমরা কোন সর্ত্তেই যোগ দিতে পারব না।

মরিয়ম—উহুঁ—উহুঁ, কথা শুনে তারপর জবাব দিন। রক্ষে করুন, আপনাদের হায়দার আলির দলে টানতে আসিনি। শুধু ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়বেন, ব্যস্ ঐ টুকু।

রঘুবা - ইংরেজের সঙ্গ ছাড়তে হ'লে, আমাদের কতখানি বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পার্চ্ছ বালিকা ?

মরিয়ম—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা বলছেন আপনারা। ইংরেজ আপনাদের ওপর রেগে গিয়ে হয়তো আপনাদের আক্রমণ করতে পারে। এই তো !

সিন্ধিয়া—হ্যাঁ—

মরিয়ম—সে জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ? হায়দারের কাছে আপনারা কিছু ক্ষতি পূরণ চান—অর্থাৎ কিছু টাকা চান ?

খণ্ডেরাও—কিছু নয়—প্রচুর অর্থ।

মরিয়ম—তা আপনাদের ক্ষুধার পরিমান কতখানি—ব্যক্ত করুন।

খণ্ডেরাও—তা—

মরিয়ম—পরস্পরে চোখ ইসারা কেন, চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে বলেই ফেলুন না ছাই।—

সিন্ধিয়া—আমরা যে টাকা দাবী করব হায়দার আলি তাই আমাদের দেবে?

মরিয়ম—বাধ্য হয়ে দিতেই হবে! বলুন কত টাকা?

সিন্ধিয়া—উত্তম, আমরা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা চাই।

মরিয়ম—পঁয়ত্রিশ লক্ষ!

খণ্ডেরাও—হাঁ, ঐ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা পেলে, আমরা হায়দারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না।

যোশী—খণ্ডেরাও! হায়দার ইংরেজের মত পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আয়োজন কচ্ছে, এসময় তার কাছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দাবী করা কতদূর অন্যায়—

সিন্ধিয়া—না পেশোয়া জননী; ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করে, যদি আমাদের দূরে সরে দাঁড়াতে হয়, তাহ'লে ও অর্থের এক কপর্দক কম হলে আমরা তাতে রাজী নই।

মরিয়ম—অতি উত্তম কথা। সেই পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা আপনারা পাবেন, তা হলে—

যোশী—মরিয়ম—

মরিয়ম—চুপ্ কর মা! হায়দার আলি ওদের টাকা দেবে। তারপর সে যুদ্ধে মরুক বাঁচুক তাতে ওঁদের কি? আপনারা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা এক সপ্তাহের মধ্যেই পাবেন। তাহ'লে স্বীকৃত তো—?

সিন্ধিয়া—হ্যাঁ—আমরা স্বীকার কচ্ছি, এক সপ্তাহকাল আমরা অপেক্ষা করব। সপ্তাহ মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা এসে পৌছুলে; আমরা এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না।

মরিয়ম—তাহ'লে আমি হায়দার আলিকে বলতে পারি যে আপনারা সকলেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃত ?

সকলে—হাঁ্যা, আমরা স্বীকৃত।

[সকলের প্রস্থান ; খণ্ডেরাও প্রস্থানোদ্যত]

মরিয়ম—ও ভাল কথা, রাওজি—রাওজি—

খণ্ডেরাও—বল—

মরিয়ম—হায়দার আলি রমনীকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন বলে, একটু আগে হাসছিলেন না ? এবার বুঝলেন তো,—আপনাদের মত বুদ্ধিমান পুরুষের কাছে, কার্য্যোদ্ধার করতে হ'লে—বেটাছেলের দরকার হয় না—আমার মত মেয়ে ছেলেই যথেষ্ট। [খণ্ডেরাও এর প্রস্থান]

যোশী—মরিয়ম—

মরিয়ম—কি মা ?

যোশী—এত বিপুল অর্থ—

মরিয়ম—তুমি ভেব না মা। হায়দার আলি এর এক কপর্দকও দেবেন না। এমন কি আমি যে এখানে এসেছি, তাও তিনি জানেন না।

যোশী—সে কি ! তাহ'লে তুমি এত অর্থ দিবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে কেন ?

মরিয়ম—প্রতিশ্রুতি দিলুম, কারণ আমায় এ অর্থ দেবেন জননী দীপাবাঈ—

যোশী—দীপাবাঈ—!

মরিয়ম—হাঁ, হায়দার আলিকে ধ্বংস করতে ইংরেজ, মারাঠা, নিজাম আর মহম্মদ আলি, এই চারশক্তি মিলিত হয়েছে। এ সংবাদ শুনেই জননী দীপাবাঈ আমায় এই আংটী দিয়ে পুণায় পাঠালেন। বললেন যত টাকা—যত টাকা লাগে মারহাঠা সামন্তদের তাই দিয়ে এ যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে হবে। জননীর হীরা, জহরৎ, অলঙ্কার আর তা ছাড়া সমস্ত

সঞ্চিত অর্থ তিনি হায়দারকে বাঁচাবার জন্ত আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন।

যোশী—মরিয়ম—মরিয়ম—

মরিয়ম—আর বিলম্ব নয়, আমি যাই মা, সপ্তাহ মধ্যে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যোশী—এসো মা, হ্যাঁ, শুধু একটী কথা।

মরিয়ম—কি!

যোশী—আমার পেশোয়া সম্বন্ধে সেদিন যা বলেছিলে তা ব্যর্থ হবে তো?

মরিয়ম—ব্যর্থ হলে আমি খুসীই হব মা!

যোশী—কিন্তু সে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তো পার হয়ে গেছে।

মরিয়ম—ঐ দিনই বীজ রোপন করা হয়েছে মা, স্মরণ করে দেখো। তোমার পুত্রের পরিণাম বড় ভয়ানক।

যোশী—না-না, তুমি যাও—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি চপলমতি বালিকা, পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াও, মনের খেয়ালে নৃত্য গীত কর,—তুমি কি করে জ্যোতিষবিদ্যা জানবে?

মরিয়ম—না জানলুম—ভালই তো।

যোশী—না-না, আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও—

মরিয়ম—ঝর্ণাধারা পাহাড় বেয়ে নেচে গেয়ে নেমে আসে, তার বুকে কি পাথরের টুকরোর সঙ্গে দু'একটি রত্নমণিও ছিটকে আসে না মা?

যোশী—কিন্তু সত্যই যদি জ্যোতিষ জান, অখ্যাত অজ্ঞাত পরিচয় বালিকা তুমি, কৈ তোমার নিজের ইতিহাস তো গণনা ক'রে বল্‌তে পার না।

মরিয়ম—আমার পরিচয়ে দরকার কি? আমায় দিয়ে জগতে কার কি এসে যায়?

যোশী—তবু আমি যদি জান্‌তে চাই ? গণনা করে বলবে তোমার অতীত কথা ?

মরিয়ম—না।

যোশী—কেন ?

মরিয়ম—কেন ? হেকিম বস্থি কোনদিনই নিজের রোগের চিকিৎসা করে না। করতে নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহীশূর রাজপ্রাসাদ।
টিপু ও দীপাবাঈ]

দীপা—এত মণিমাণিক্য তুমি কি ক'রে সংগ্রহ করলে টিপু ?

টিপু—দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান আশ্রয় মাদ্রাজ সহরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ণাট আমি উৎসন্ন করে দিয়েছি মা। মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভ্যগণ তাদের গ্রাম্য বাসভবন ছেড়ে, আমার ভয়ে, নগরের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদের গৃহ লুণ্ঠন করে ঐ সব রত্নমাণিক্য সংগ্রহ করে এনেছি।

দীপা—টিপু, আজ তোমার জননীর কথা মনে পড়ে। মস্তান আউলিয়া নামক এক ফকির তোমার জননীকে বলেছিলেন—তোমার নাম রাখতে টিপু। তুমি সত্যই ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। তা নইলে তোমার মত কিশোর সৈনিকের মধ্যে এত অলৌকিক শক্তি এল কোথা থেকে ?

টিপু—আমার মধ্যেই তুমি অলৌকিক শক্তির সন্ধান পাও মা ! কিন্তু আমার পিতা ? তিনি যে ইতিমধ্যে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করে ফেল্‌লেন।

দীপা—জানি টিপু! তোমার পিতাকে তার পরমশত্রু ইংরেজ ঐতিহাসিকরা পর্য্যন্ত এশিয়ার "অসাধারণ মানুষ" বলে অভিহিত করেছেন। ভাল কথা, কানাড়া প্রদেশ জয় করতে গিয়ে তোমরা কি এক অদ্ভূত ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বলছিলে না?

টিপু—হ্যাঁ মা, কানাড়ার রাজধানী বেদনুর আমরা আক্রমণ করলুম। ঐ বেদনুর প্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী নগর। প্রকাণ্ড শহর, অথচ এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে দেশের লোকেরা কখন ঘোড়া দেখেনি। তাই যেমনি আমাদের অশ্বারোহী সৈনিকেরা নগর প্রবেশ করল, অমনি ঐ অদ্ভূত জীবটিকে দেখে সমস্ত নাগরিক বল্লাল রায় দুর্গে পালিয়ে গেল। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে সমস্ত শহর আমাদের অধিকার ভুক্ত হ'ল।

দীপা—বল কি টিপু, এই অষ্টাদশ শতকেও এমন আশ্চর্য্য দেশ আছে নাকি?

টিপু—আছে বৈকি মা, অতি বিচিত্র আমাদের এই ভারতবর্ষ,—এর চারিদিকে যে কত রূপকথার দেশ আছে, তা আমরা আজও জানিনা। ইচ্ছা হয়, মুক্ত তরবারি নিয়ে এর প্রতি প্রান্তে ঘূর্ণীবায়ুর মত ছুটে যাই। সমগ্র ভারতের সঙ্গে এই তরবারি নিয়ে পরিচয় স্থাপন করি।

দীপা—তরবারি নিয়ে দেশকে জানা যায় না টিপু। তরবারির সাহায্যে দেশের শত্রুকে বধ করতে হয়; কিন্তু দেশকে জানতে হয় ভালবাসা দিয়ে; বিজিত জাতিকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়ে।

টিপু—তাই হবে মা। তোমার চরণ স্পর্শ করে শপথ কর্চ্ছি—তরবারি দিয়ে দেশের শত্রুকে বধ করব। কিন্তু দেশের মানুষকে জানব আমি তরবারি দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে।

দীপা—টিপু, আশীর্ব্বাদ করি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান হও। দেশের গৌরব বৃদ্ধি কর।

[হায়দার আলির প্রবেশ]

হায়দার—মাতাজী,—

দীপা—কি হায়দার ?

হায়দার—২৬০ জন রুগ্ন ইংরেজ সৈন্য এসে পৌছেচে, তাদের কি ব্যবস্থা করব মাতাজী—

দীপা—রুগ্ন ইংরেজ সৈন্য ?

হায়দার—মালাবার থেকে এসেছে। আমি মালাবার আক্রমণ করলে ১০৫২ জন ইংরেজ বীর পুরুষ জাহাজে চড়ে পালিযে গেছে। যাবার সময় ঐসব রুগ্নকে জাহাজে তুলে নেবারও অবকাশ হয়নি। আমার নিযুক্ত মালাবারের নূতন শাসনকর্ত্তা ঐ ২৬০টী ইংরেজ রুগ্নকে শ্রীরঙ্গপত্তনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দীপা—তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কর পুত্র। দেখো—বন্দী হলেও তারা রুগ্ন, আমাদের অতিথি। তাদের সেবার যেন কিছুমাত্র ত্রুটী না হয়।

হায়দার—বেশ, তাই হবে মা। টিপু! তুমি বন্দীদের শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর।

টিপু—যথা আজ্ঞা পিতা—　　[প্রস্থান

হায়দার—ভালকথা মাতাজী, তুমিও চল—দিল্লীর বাদশা প্রেরিত সমস্ত উপঢৌকন তোমার মহলে প্রেরণ করেছি। দেখবে এস।

দীপা—দিল্লীর বাদশার উপঢৌকন ?

হায়দার—দিল্লীর বাদশাহ আমায় স্বাধীন নরপতিরূপে স্বীকার করেছেন। তিনি আমায় স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্ম্মিত শিবিকা এবং "মাহ্‌ই-মুরাতেব" অর্থাৎ মণিমুক্তা-খচিত—মৎস্য মুণ্ড উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

দীপা—হায়দার, তুমি বাহুবলে সিরানগরী জয় করে সিরার নবাব হয়েছ। তুমি কানারা কুর্গের রাজা, কারিকল ও কালিকটের সম্রাট।

তোমার দিগ্বিজয়ী শক্তিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত আজ তোমায় স্বাধীন নরপতি বলে অভিনন্দিত করেছেন। আজ এ আনন্দের দিনে, আমার ইচ্ছা, তুমি সমগ্র মহীশূর ব্যাপী আনন্দ উৎসবের আয়োজন কর। আজ আর কারো মনে দুঃখের লেশমাত্র রেখোনা,—কারাগার দ্বার মুক্ত কর—সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দাও।

হায়দার—আনন্দ উৎসব আজ নয় মা। তুমি তো জান, মান্দ্রাজের ফিরিঙ্গি বেনিয়ারা আমাকে ধ্বংস করবার জন্য বিরাট আয়োজন করেছে। নিজাম, মারাঠা ও আর্কটের মহম্মদ আলি তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে। এই সম্মিলিত শক্তিকে চূর্ণ না করা পর্য্যন্ত, আমার রাজ্যে আনন্দ উৎসব নাই। যুদ্ধ সজ্জা ছাড়া এ রাজ্যের আর কোন উৎসব সজ্জা নাই।

দীপা—পুত্র—

হায়দার—নিজামকে কৌশলে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। শুধু যদি ঐ মারাঠাদের যুদ্ধে নিরস্ত করতে পারতুম, তাহ'লে একবার দেখে নিতুম—মান্দ্রাজের ফিরিঙ্গী বেনিয়াদের। আর তাদের তাঁবেদার ওই বেইমান মহম্মদ আলিকে। শুধু মারাঠাদের নিয়ে আমার যত দুশ্চিন্তা—

দীপা—চিন্তার কারণ নেই পুত্র। মারাঠারা যাতে এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে, সে দায়ীত্ব আমি গ্রহণ কচ্ছি।

হায়দার—তুমি ভুল বুঝেছ মা; পেশোয়া নারায়ণ রাও নয়, এযুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে,—পেশোয়ার পিতৃব্য রঘুবা ও মহারাষ্ট্রের নায়কমণ্ডলী।

দীপা—জানি পুত্র, কোন সাপকে কি মন্ত্রে বশ করতে হয় সে আমি জানি। রঘুবা এবং মহারাষ্ট্রের নায়কমণ্ডলী বশ মানল বলে।

হায়দার—মা—

দীপা—সে যা হোক্—রাজ্যে উৎসব না হোক অন্ততঃ আজকের দিনে

ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য, তোমার সব অপরাধীকে ক্ষমা করতে হবে। সব বন্দীদের আজ মুক্তি দাও।

হায়দার—তাই দেব মা, শুধু একজনের বিষয় ভাবছি।

দীপা—কে সে ?

হায়দার—পর্টুগীজ জলদস্যু ফেরারী আন্দ্রাদা।

দীপা—আন্দ্রাদা !

হায়দার—তাকে বন্দী করে শ্রীরঙ্গপত্তনের কারাগারে রেখেছি। তোমার কাছেই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তার অপরাধের বিচারের ভার তোমার ওপর। এসো মা, তার আগে দিল্লীশ্বরের উপঢৌকনগুলি দেখবে, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান। অন্যদিক হইতে গান গাহিতে
গাহিতে মরিয়মের প্রবেশ]

গীত

মোর মন বনে ক্ষণ বরিষণে, শ্রাবণ নব ঘন আনো,
সুদূর গগন বাণী শিহরণ ঝর্ঝর ধারা জল আনো।
ব্যথা ভবপুর চাতক বধুর সকরুণ স্বর শোনো ডাকে,
যেওনা তুমি যেওনা এস তৃষ্ণা নদীর বাঁকে।
এসো রম ঝম্ মঞ্জির পরি,
এস ফুলদলে নিকুঞ্জ ভরি
কুন্তল কল আকুল করি
ঝর্ঝর ধারা জল আনো ॥

[আন্দ্রাদার প্রবেশ]

আন্দ্রাদা—মোরিয়ম—মোরিয়ম—

মরিয়ম—আন্দ্রাদা ! তুমি এখানে !

আন্দ্রাদা—টুমার জন্য হামি বণ্ডী হইয়া আসিল ; আজ শ্রীরঙ্গপট্টনকো

কারাগার হইটে, টামাম prisonerকো মুকুটি ডিল, ওহি সাঠে হামি ভি মুকুটি পাইল।

মরিয়ম—মুক্তি পেয়েছ, তবে আমার কাছে কেন? আবার আরব সমুদ্রে ফিরে যাও। ডাকাতি করগে।

আন্দ্রাদা—No—হামি Arabian Ocean ভুলিয়া গেছে—India-Europe, টামাম ডুনিয়া ভুলিয়া গেছে, it is you—you only—টুমি হামায় ভুলাইয়া ডিয়াছ। মোরিয়ম—একবার হামার অনুরোট—হামার ভিক্ষা, একবার শুধু হামার মুখের পানে টাকাও। হামি একবার ঐ নীল চোখ দুটী ডেখিবে।

মরিয়ম—তুমি দস্যু, তোমার পানে তাকাতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় ভরে ওঠে। তোমায় মত হৃদয়হীন দস্যুকে আমি—

আন্দ্রাদা—Ah, Dasu—Dasu—লাইকেন কেন হামি dasu হইল—টাহা কেহ ডেখিবে না। A brilliant student of Philosophy, কি উপায়ে, কিসের নিমিট্ট এমন blood thirsty রকৃট পিপাসু dasu হইল, টামাম ডুনিয়ায় সে কঠা কেহ শুনিবে না?

মরিয়ম—কেন শুনবে? হৃদয়হীন দস্যুর কাহিনী শুনলে জগতে কার কি উপকার হবে?

আন্দ্রাদা—হৃডয়হীন! Yes—I admit, হামার হৃডয় নাই, কিন্তু একডিন ছিল, কলিজা ছিল, ওহি কলিজা—হামি নিজের হাটে খুন করিয়াছে।

মরিয়ম—নিজের হাতে খুন করেছ? কাকে খুন করেছ?

আন্দ্রাদা—যাহাকে আপন হৃডয়—আপন কলিজা ডিয়া ভালবাসিটাম—টাহাকে খুন করিয়াছে।

মরিয়ম—তুমি ভালবাসতে! কে সে?

আন্দ্রাদা—She was an Indian girl, she had sky blue eyes,

yes, আসমানকা নীল রঙ উহার চোখে ছিল। উহার ছুটি ঠোঁট—Just like the soft petals of a red lily! সেই চোখ, সেই ঠোঁট, ডুনিয়ায় আউর ডেখিবে না—কেবল—কেবল—কেবল—মোরিয়ম—টুমার চোখে হামি ডেখিল সেই চোখ, টুমার ঠোঁটে—Yes I see those celestial red lilies—in your sparkling lips, মোরিয়ম, believe me, হামাকে বিশ্বাস করো, টুমাকে ডেখিয়া হামার সেই মুখ মনে পড়ে—টাই শুটু টোমাকে ডেখিটে হামি হায়ডার আলির বণ্ডী হইল। শুটু টুমাকে ডেখিবার নিমিট্ট Sreerangapattan আসিল।

মরিয়ম—আব্রাদা, যাকে এত ভালবাসতে, তাকে তুমি খুন করলে কেন? কি অপরাধ করেছিল সে তোমার কাছে?

আব্রাদা—That was a very sad story my darling, অনেক বিষাড ময় কঠা।

মরিয়ম—আমায় বল, আমি শুনব সে কাহিনী।

আব্রাদা—Then listen, one day one astrologer এক জ্যোতিষী হামার কাছে আসিল। He was a very learned man, বহুট জ্ঞানী ব্যক্টি, উহার সাঠে হামার অনেক আলোচনা হইল, and he convinced me, হামার বিশ্বাস হইল, উহার সকল গণনা ঠিক আছে। Last of all, সকল শেষে সে গণনা করিল…No-No—গণনা নহে just like a thunder bolt, yes, হামার মাঠায় বজ্রাঘাট করিল।

মরিয়ম—কি বলল—কি বলল তোমার সেই জ্যোতিষী?

আব্রাদা—He said—my forth coming child will be the cause of my death, হামার যে সণ্টান আসিটেছে—ওহি সণ্টান—ওহি শিশু হামার মৃট্যুর কারণ হইবে।

মরিয়ম—এ কি নির্ম্মম অদৃষ্টের পরিহাস। পিতৃঘাতী হবে তোমার সন্তান? আল্রাদা—আল্রাদা!

আল্রাদা—Don't tremble. Don't tremble my darling, let me finish first—হামি গণনা শুনিল কিন্তু টাহাকে বলিল না,—no, she would cry, she would rather commit suicide—উহার গর্ভের সণ্টান হামার মৃট্যু আনিবে, ইহা শুনিলে সে আট্টহট্টা করিট। টাই হামি কুছু না বলিয়া সেই চরম ডিনের অপেক্ষা করিটে লাগিল।

মরিয়ম—আল্রাদা—

আল্রাদা—ওহি গণনা ভুলিটে কেটাব লইয়া বসিটাম, কিণ্টু মনে হইট—উহার every letter, হাঁ, প্রটিটি অক্ষর এক একটা শিশুডানব হইয়া হামার পানে শয়টানের মট টাকাইয়া আছে। I gave up my studies, পুঁঠি, কেটাব সব ছাড়িয়া ডিলাম। কিণ্টু সামনে, পিছনে, ডেওয়ালে ছাডে, রাট্রি, ডিন কেবল মনে হইট শিশু শরটান চারিদিক হইটে হামার ডিক চাহিয়া আছে। হাপনাকে বাঁচাইবার নিমিট্ট I procured one dagger একটা ছুরি যোগাড় করিয়া কাছে রাখিলাম।

মরিয়ম—তারপর?

আল্রাদা—That night she became very restless, টাহার সেই রাট্রে বহুট কষ্ট হইটে লাগিল, যণ্ট্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিল; হামাকে ডাকিয়া পাঠাইল। I saw—হামি দেখিল—যণ্ট্রনায় টাহার মুখ কালো হইয়া গেছে—চোখের কোণে tears, জল বহিতেছে। কিণ্ট সেই বেডনার মধ্যেও মনে হইল as if some celestial light, yes স্বর্গের জ্যোটি আসিয়া টাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্বর্গের ডেবির মট সে একটুখানি হাসিয়া বলিল "আজই একটু পরে সে সণ্টানের মা হইবে।"

I was again panic stricken, হাঁ, হামার ডর লাগিল, no, ভয় নহে, হামাকে শয়টানে গ্রাস করিল—ডানব আসিয়া গ্রাস করিল।

মরিয়ম—কি—কি করলে তুমি তখন ?

আব্রাদা—হামি টাহাকে—with iron fetters,হাঁ—হাঁ নিজের হাটে লোহার শৃঙ্খল ডিয়া বাঁডিয়া ফেলিলাম। টারপর বাহিরে আসিয়া ডরজা বণ্ড করিয়া সারারাট জাগিয়া রহিলাম।

মরিয়ম—আব্রাদা—

আব্রাদা—It was almost dawn ভোর হইল, পাখী ডাকিটে লাগিল। সেই সাঠে ভোরের পাখীর মট আউর একটা শিশু পাখী সেই ঘরের মধ্যে আওয়াজ করিল। I opened the door, দরজা খুলিয়া ডেখিল, টাহার কোলে আসমানকা চাঁদ শুইয়া আছে। স্বর্গের বাচ্চা ডেবদূট টাহার কোলে শুইয়া—মিটি মিটি হাসিটেছে। All on a sudden I recognised the child! হামি জানিল, ডেবদুত নহে, ঐ বাচ্চা শয়টান was the হারবিনজার of my death, মৃট্যুডূট আছে। মৃট্যুডূট! I took my dagger হামার হাটের ছুরি ভোরের রাঙা আলোয় ঝক্‌মক করিয়া উঠিল। সে বাচা ডিল, বাচ্ছাকে বুকে চাপিয়া ধরিল—হামি সেই ছুরি হামার বাচ্চার মায়ের বুকে বসাইয়া ডিল, সে মাটীতে পড়িয়া গেল, আউর বাচ্চা কাঁদিয়া উঠিল।

মরিয়ম—আব্রাদা—

আব্রাদা—I again took my dagger, হামার ছুরি লইয়া সেই বাচ্চাকো খুন করিটে গেল। But as if like a miracle, কোঠা হইটে যেন স্বর্গের ডেবী আসিয়া সামনে ডাড়াইল। বাচ্চাকে বুকে টুলিয়া নিল। হামি মূর্চ্ছিট হইয়া মাটীটে পড়িয়া গেল।

মরিয়ম—দেবী, কে সে দেবী!

আব্রাদা—I know not—মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ডেখিল, ডেবী নাই,

বাচ্চা নাই, কেবল সেই শৃঙ্খল বাঁডা শবডেহ রক্টের সাগরে ভাসিটেছে,-হামি বাচ্চা—মেরি বাচ্চা বলিয়া ছুটিয়া গেল। সারাডিন্ সারা রাট, কেট জায়গা খুঁজিল। বাচ্চা নাই—কেবল কাণে আসে সেই জিঞ্জির—সেই শিকলীকো ঝন্‌মন্ আওয়াজ।

মরিয়ম—আন্দ্রাদা—

আন্দ্রাদা—I became mad, হামি পাগল হইয়া গেল, ডাকাট হইল, ডস্যু হইল। কোটো বাচ্চাকে ঢরিল, কেটো রমনীকে ঢরিয়া বড করিল। লাইকেন হামার বাচ্চাটো আজও মিলিল না! ডিনে রাট্রে, চারিডিক হইটে—I here only that jingling sound—কেবল জিঞ্জির বাজে ঝন্-ঝন্-ঝন্।

মরিয়ম—আন্দ্রাদা—

আন্দ্রাদা—Ah! there—there—horrible—horrible—

মরিয়ম—কি—কি হ'ল ?

আন্দ্রাদা—That blood stained spirit—সেই রক্ট মাথা আত্মা হাট আগাইয়া ডেয়, Her thin airy lips—shivering in the sky! ঠোঁট কাঁপিয়া ওঠে—what do you ask me—what do you demand? কি বলছে—"বাচ্চা—টুমার বাচ্চা"? হামি জানে না—believe me, oh thou spirit woman, বিশ্বাস কর, বাচ্চা কোঠায় হামি জানে না—No—No হামি টাহাকে বড করে নাই। I am her father, হামি উহার বাবা, হামি টাহাকে বড করিটে পারে না—বড করিটে পারে না। No I am not guilty—I am not—guilty—

মরিয়ম—আন্দ্রাদা; তুমি কাঁপছ কেন? কি প্রলাপ বকছ? তুমি কি পাগল হলে? কে—কোথায়? আন্দ্রাদা—

আন্দ্রাদা—No—you are right—কেহ কোঠায় নাই—I saw a

dream, স্বপ্ন—হামি স্বপ্ন ডেখিল। Pirate king Ferara De Andrada স্বপ্ন ডেখিয়া ভয় পাইল। হাঃ হাঃ হাঃ।

[দীপাবাঈএর প্রবেশ]

দীপা—আন্দ্রাদা—

আন্দ্রাদা—(আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল) Who are you—who are you ?

দীপা—আমি কে চিনতে পার না ?

আন্দ্রাদা—Yes—I remember টুমি—টুমি হামার বাচ্চাকো ছিনাইয়া লইয়াছে।

মরিয়ম—সে কি! তুমি!

দীপা—হ্যাঁ, গোদাবরী নদীতে তীর্থস্নান করতে গিয়ে—আমি নারী হত্যাকারী পশুর হাত থেকে শিশুকে উদ্ধার করলুম।

আন্দ্রাদা—But where—where is that child! সে বাচ্চা কোঠায় ?

দীপা—তাকে আমি এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর হাতে তুলে দিয়েছিলুম, আজ সেই জ্যোতিষী নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিপালিতা সেই কন্যাটী আজও জীবিতা।

আন্দ্রাদা—জীবিটা—কোঠায় ? মায়ি—একবার বোলো মায়ি… সে কোঠায় আছে ?

দীপা—সে কন্যা তোমারি সামনে দাঁড়িয়ে।

মরিয়ম—মা!

আন্দ্রাদা—হামারি সামনে—!

দীপা—হ্যাঁ—ঐ মরিয়ম—

মরিয়ম—মাগো—

আল্লাদ্রা—মোরিয়ম, হামার লেড়কী। মোরিয়ম হামার কলিজা নিটি আছে। Come my darling হামার বুকে—বুকে আয়।

মরিয়ম—না,—সরে যাও—সরে যাও…নরঘাতক দস্যু তুমি, আমার স্পর্শ করোনা।

আল্লাদ্রা—মোরিয়ম—মোরিয়ম—

মরিয়ম—তোমার আমার মাঝখানে আমার মায়ের রক্ত, সাগরের মত ফেনিল হযে উঠেছে। সেই রক্তের সাগরে আমার মাযের পিপাসু আত্মা, নিদারুণ পিপাসায—অতি তীব্র যাতনায় আজও আর্ত্তনাদ কচ্ছে। মাতৃঘাতী দস্যু, এখনো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ আমি ভারত নারী হলেও, দেহে আমার বিষ জ্বালাময় পর্টুগীজ পিতার রক্ত—প্রতিহিংসায চঞ্চল হযে উঠেছে। মঙ্গল চাওতো, সরে যাও—পালিয়ে যাও।

আল্লাদ্রা—No—never,—টুমাকে ছাড়িয়া হামি যাবে না। যাইটে পারিবে না। মোরিয়ম, পারটো একবার—শুডু একবার হামার বুকে এসো—আর যডি ক্ষমা করিটে না পারিবে টো—হামার বুকে ছুরি বসাও! Come my darling, come my sweet death, হামি বুক পাটিয়া ডিচ্ছে। এক হাটে আনো আলিঙ্গন—আউর এক হাটে আনে মৃট্যু।—

মরিয়ম—আলিঙ্গন নয় দস্যু—পিতৃঘাতী কন্যা আমি—আমি দেব তোমার মৃত্যু।

দীপা—মরিয়ম- মরিয়ম—তুমি কি উন্মাদ হয়েছ মরিয়ম? সহস্র অপরাধে অপরাধী হ'লেও ওযে তোমার পিতা—

মরিয়ম—পিতা—আমার পিতা—(ছুরি পড়িয়া গেল)

আল্লাদ্রা—মরিয়ম, my girl.—

মরিয়ম—পিতা,—আমার পিতা—(আলিঙ্গন করিতে গিয়া মরিয়া

গেল) না—না—তুমি সরে যাও—তুমি দস্যু—তুমি আমার মাতাকে হত্যা করেছ—মাতাকে হত্যা করেছ।

দীপা—মরিয়ম—মরিয়ম—(বুকে ধরিলেন)

মরিয়ম—শৃঙ্খল বাজছে মা; চারিদিক হ'তে আমার মায়ের হাতের শৃঙ্খল—পায়ের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে। মা আমার নেই—কিন্তু কি মনে হয় জানো? মনে হয়—সারা ভারতবর্ষের মাটীতে—আমার সেই শৃঙ্খলিতা মাতা যেন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছে। আকাশে বাতাসে—দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে—তার আর্ত্তনাদ। দিকদিগন্ত হতে ঝন্ ঝন্ করে বাজছে—তার বন্ধন-শৃঙ্খল।

আব্দাদা—মোরিয়ম—মোরিয়ম—

মরিয়ম—শোনো দস্যু; গর্ভধারিণী জননীকে কখনো চোখে দেখিনি—আজীবন মা বলে জেনেছি আমার ধাত্রী জননী—এই ভারতবর্ষের মাটীকে। এই মাটীর বুকে আজ যে আর্ত্তনাদ উঠছে, সেই আর্ত্তনাদই আমার মায়ের আর্ত্তনাদ। এই মাটীর বন্ধনকেই মনে হয়, আমার নির্য্যাতীতা মায়ের শৃঙ্খল বন্ধন! ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মোচনের জন্য পার যদি আত্মবলি দিতে, তবেই হ'বে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! তবেই গ্রহণ করব তোমাকে পিতা বলে। নইলে, জননী দীপাবাঈএর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, তুমি আমার কেউ নও, তুমি আমার মাতৃঘাতী—

[পা ছাড়িয়া উঠিতেছিল]

আব্দাদা—Wait, wait—মোরিয়ম। I too take vow উপরে ভগবান—আউর সামনে এই ডেবী। এই ডেবীর—এই জননীর পা ছুঁইয়া প্রটিজ্ঞা করিটেছে—আজ হইটে ভারটবর্ষের পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিটে,—হামি হামার জীবন ডান করিল।

[দীপাবাঈএর পায়ের কাছে বসিল। দীপাবাঈ উভয়কে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

মান্দ্রাজ নগর প্রাচীর—বাহিরে ইংরেজ শিবির। নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছিল। আলেকজেণ্ডার, ব্রুক, রঘুবা ও খণ্ডেরাও আসীন।

আলেক—Very good—very good, যাও, বাহার কামরামে। অপেক্ষা কর, বক্‌শিষ মিল্ যায়গা। Gentlemen, নাচা, গানা, ফুর্ত্তি এখন খটম হোক, এখন হামাডের কাজের কঠা সুরু হোবে।

রঘুবা - তাই হোক কাপ্তেন আলেকজেণ্ডার—আমাদেরও সব কথাবার্ত্তা ঠিক করে আজই রাত্রে আবার পুণায় রওনা হ'তে হবে।

আলেক—To-night ?

খণ্ডেরাও—উপায় কি সাহেব; গোঁয়ার গোবিন্দ পেশোয়া এবার যদি জানতে পারে, যে আমরা মান্দ্রাজে এসেছিলুম—তাহ'লে আর রক্ষা থাকবে না। এবার আমাদের সে কোতল করবে।

ব্রুক—পেশোয়াকে হাপনাডের বডি এট ভয, টবে কি ডরকার ছিল মান্দ্রাজে আসিবার ?

খণ্ডেরাও—সাধ করেতো আসিনি সাহেব, এসেছি তোমার মানভঞ্জন করতে।

ব্রুক - What—

খণ্ডেরাও—বল্‌ছি, আমাদের বিশ্বাস কর, আমরা এ যুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য একান্ত উৎসুক ছিলুম। কিন্তু কি ক'রবো,—পেশোয়ার ভয়ে—

ব্রুক—এবং হায়ডার আলির টাকার লোভ সামলাইটে পারিলেন না—টাই—

রঘুবা—টাকার কথা ছেড়ে দাও সাহেব; দিয়েছে তো পঁয়ত্রিশ লক্ষ। তা সিন্ধিয়া থেকে আরম্ভ করে—সামান্য জায়গীরদারদের

মধ্যেও ভাগ বাঁটোয়ারা হল। আমাদের ভাগে তো যৎ সামান্যই পড়েছে।

আলেক—রঘুবা ডাডা—

রঘুবা—শুধু টাকার জন্য নয়, কেবল পেশোয়ার অত্যাচার। তার দুর্ব্যবহার চরমে উঠেছে। আর সহ্য করতে পারবো না, তাই বাধ্য হয়ে তার আদেশ মেনে নিলুম।

ক্রক—টবে সেই পেশোয়ার আডেশ মানিয়া হাপনি লোক কি চিরদিন হামাডের শট্রু হইয়া থাকিবেন?

রঘুবা—না, শত্রু হব কেন? ভারতে যদি তোমাদের সব চেয়ে বড় মিত্র কেউ থাকে, সে এই রঘুবা দাদা আর এই রাওজি!

খণ্ডেরাও—কিন্তু হলে কি হবে কাপ্তেন সাহেব, আমাদের হাত পা বাঁধা। ইচ্ছে থাকলেও কোন উপায় নেই—

রঘুবা—যতক্ষণ না—

খণ্ডেরাও—ঐ পেশোয়া নারায়ণ রাও—

আলেক—What কি?

রঘুবা—মানে,—পেশোয়া নারায়ণ রাওকে, কাপ্তেনকে বুঝিয়ে বলনা খণ্ডেরাও।

খণ্ডেরাও—নারায়ণ রাওকে কৌশলে—

ক্রক—You want to dethrone নারায়ণ রাও! পেশোয়া নারায়ণ রাওকে গডী হইটে অপসারিট করিবেন?

রঘুবা—ঠিক বলেছ সাহেব। শুধু গদী থেকে নয়, মানে—

খণ্ডেরাও—দুনিয়া থেকে চির অপসারণ—

রঘুবা—এই কাজটা—এই কাজটা যদি করতে পার সাহেব,—আমরা তোমাদের কাছে চিরজীবন কেনা হয়ে থাকব।

আলেক—রাঘোবা ডাডা—

রঘুবা—পারবে—পারবে সাহেব। কোনো উপায়ে আমাদের সকলের চির শত্রু ঐ উদ্ধত পেশোয়াকে বধ করতে?

ব্রুক—এ কাজটী হামার ডারা ভাল হইবে না, হামি বিডেশী আছে, ভারতে সওডাগরী করে, কেনা বেচা করে। হাপনি লোক পেশোয়ার হাপনজন, পেশোয়ার uncle—পেশোয়ার চাচা আছে, কটোডিন হয়টো বাচ্চা পেশোয়াকে বুকে লইয়াছেন। হাপনার ছুরি যেমন গভীর হইয়া উহার বুকে বসিবে, হামাডের ছুরিটো টেমন বসিবে না।

রঘুবা—সাহেব, সাহেব—

ব্রুক—ক্ষমা করিবেন রঘুবা ডাডা, হামিলোক সম্মুখ যুদ্ধে বেওনেট লইয়া চার্জ্জ করিটে জানে। লাইকেন গুপ্ত হট্রা করিটে জানে না।

খণ্ডেরাও—ছিঃ ছিঃ, গুপ্তহত্যা করতে কে বলছে; আচ্ছা তা না করলে, কিন্তু ধর, কোন রকমে দৈবাৎ যদি পেশোয়া নারায়ণ রাওর মৃত্যু হয়,—তখন তোমরা রঘুবা দাদাকে পেশোয়ার গদী দান করবে তো?

ব্রুক—That's another thing! রঘুবা হামাডের বণ্ডুলোক আছেন—যখন, টখন—

আলেক—Finish that episode, এখন পেশোয়াকে বাড ডিয়া হায়ডার আলির কঠা হোক!

রঘুবা—হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলুম—হায়দার আলিকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে ব্রুক সাহেব নাকি তার কাছেও দূত হয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রুক—Yes, I requested Haider to cease hostilities. আমি হায়ডারকে বলিলাম, অনেক লড়াই হইল, আউর কেন? এইবার সণ্ডি হোক্। হায়ডার কি জবাব ডিল জানেন?

খণ্ডেরাও—কি—কি বল্‌ল—

ব্রুক—He said, সণ্ডি এখন হোবে না! হামি Madras কিল্লার

ডরোজায় আসিটেছে। সেইখানে বসিয়া টোমাদের Governor এবং Councilএর আবেডন শুনিব।

রঘুবা—কি স্পর্দ্ধা! এত উদ্ধত সেই হায়দার আলি?

আলেক—Never mind, রঘুবা ডাডা, হামাডের soldiersভি আছে। এট অডিক যুদ্ধ আয়োজন হামি লোক আউর কখনো করে নাই। Madras কিল্লার বাহারমে এই observation Camp—এই পর্য্যবেক্ষণ শিবিরে বসিয়া হামরা সেই উদ্ধট হায়ডারের শুভ পডার্পণ প্রটীক্ষা করিটেছে।

রঘুবা—সেণ্ট টমাস নদীপথ ভাল করে সুরক্ষিত করেছ তো সাহেব? এইটেই তো মহীশূর হতে মাদ্রাজে আসার প্রধান রাস্তা!

ব্রুক—সেজন্য ভাবিবেন না। সেণ্ট টমাস নডীর পারে হামরা টিনশ কামান place করিয়াছে। হায়ডারের ফৌজ আসিবে আর ছাই হইয়া উড়িয়া যাইবে। হায়ডার আলি জীবন লইয়া কোন মটে মাদ্রাজে আসিটে পারিবে না।

[মহম্মদ আলির প্রবেশ]

মহম্মদ—সর্ব্বনাশ হয়েছে সাহেব; সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ব্রুক—What message Nawab Bahadur?

মহম্মদ—হায়দার আলি কালিকটের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

রঘুবা—সে কি?

মহম্মদ—হ্যাঁ—কালিকট হায়দারের পদানত—ঝড়ের গতিতে সে গয়ে আসছে বিপুল বাহিনী নিয়ে এই মাদ্রাজের দিকে।

ব্রুক—Madrasএ আসিটেছে। হাপনি কেন ত্রিচিনপল্লীটে উহাকে বাডা ডিলেন না?

মহম্মদ—কাকে বাধা দেব সাহেব? হায়দার তো মানুষ নয়,—বুঝি আকাশের বিদ্যুৎ শিখা—অতর্কিতে আবির্ভূত হয়, তরবারি ধারণেও

পর্য্যন্ত অবকাশ থাকে না। সমস্ত শত্রুপক্ষকে ধ্বংশীভূত করে, আবার বিদ্যুতের মতই মিশে যায়।

আলেক—নবাব মহম্মদ আলি?

মহম্মদ—খবর পেলুম, সেনাপতি ফজল্লাকে নিয়ে হায়দার গজলহুণ্ডি গিরিশঙ্কটের নিম্নদেশে অবতরণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কংম্বাটোর জেলায় তোমাদের সমস্ত অধিকৃত স্থান সে দখল করে নিলে। তোমাদের ক্যাপ্টেন জন্‌সন্ ধরপুরম্ থেকে ত্রিচিনাপল্লীতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। কোম্পানীর ফৌজের পরাজয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আমার দুর্গরক্ষী সৈন্যেরা বাধ্য হয়ে হায়দারকে ত্রিচিনাপল্লীর দুর্গদ্বার খুলে দিল। আমি পালিয়ে মান্দ্রাজে চলে এলুম।

আলেক—হায়ডারের ভয়ে পলাইয়াছেনটো বহুট উট্টম কর্ম্ম করিয়াছেন।

মহম্মদ—আমাকে দোষ দিওনা সাহেব। হায়দার এসে পৌছল বলে, এইবেলা পলায়ণ কর—নইলে তোমাদেরও বাঁচবার আশা নেই।

ব্রুক—Let us go inside the fort! এই স্থানে থাকা আউর যুক্‌টি যুক্ট নহে। দুর্গে গিয়া আট্টরক্ষা করিব।

খণ্ডেরাও—তাই চল সাহেব, তাই চল।

(নেপথ্যে কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজ

ব্রুক—What's the matter?

[ফ্লসাহেবের প্রবেশ]

ফ্ল—Fly Sir; Fly, enemy's পল্টন come, একেবারে সমুদ্রের মত বিরাট great ocean rolling. খালি বন্দুক firing, all ফিরিঙ্গী পল্টন ঘায়েল হ'ল Sirs—all ফিরিঙ্গী পল্টন atonce ঘায়েলified.

ব্রুক—কেয়া বোলটা টুম?

ফ্ল—আর কেয়া বোলতা? হায়দার যে এসে গেল—Haider

come, go Sir, Haider come, go, save me your honours or I poor man একেবারে die.

ব্রুক—Captain Alexander, what we are to do now !

রঘুবা—আর ভেবে চিন্তে দেরী করবার সময় নেই সাহেব, যা করবার চট্‌করে ক'রে ফেল ! কি কুক্ষণেই এসে পৌঁছুলুম মান্দ্রাজে, অবশেষে আমাদেরও বুঝি ধরা পড়তে হল।

ফুল—ওই শোন গুড়ুম-গুড়ুম, no time lost Sir—no time lost, or all body's life will একদম lost.

আলেক। Let us go inside the fort. Come on ! quick—

[সকলে প্রস্থানোদ্যত। সসৈন্যে হায়দারের প্রবেশ]

হায়দার—ঠ্যারো হুঁয়াপড়। যে যেখানে আছ, অস্ত্র পরিত্যাগ করে ঠিক সেইখানে দাঁড়াও। এক পা নড়বে তো জীবন বিপন্ন হবে।

(সকলে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল)

হায়দার—Captain Brook ! যখন তোমায় বলেছিলুম, যে মান্দ্রাজের দ্বারদেশে গিয়ে সপারিষদ তোমাদের গভর্ণর জেনারেলের আবেদন শুনব—তখন সেটা উন্মাদের প্রলাপ বলে অবজ্ঞা করেছিলে। এখন দেখলে তো যে হায়দার আলি অনর্থক বাগ আড়ম্বর করে না ?

ব্রুক—I understand your Excellency.

হায়দার—তুমি ?

আলেক—I am Captain Alexander.

হায়দার—ও: Captain Alexander বগলুরে Captain Wood তোমারি জিম্মাতে তাঁর ভারী কামান গুলি ও রসদপত্র রেখে হোস্বরের অবরোধ তুলতে বহির্গত হয়েছিলেন, আমি বিদ্যুৎবেগে বগলুর আক্রমণ করলে, তুমি রসদপত্র ও ভারী কামানগুলি ফেলে মান্দ্রাজে

পালিয়ে এলে। তোমাদের রসদপত্র ও কামানগুলি পেলুম সত্য, কিন্তু তোমার পলায়নরত বীরমূর্ত্তি দেখবার সৌভাগ্য তখন হয়নি ! এবার তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীতিলাভ করলুম।

আলেক—Your Excellency !

হায়দার—পেশোয়ার পিতৃব্য রঘুবা ! আপনি ঐ স্বনামধন্য মহাপুরুষ খণ্ডেরাও এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইতঃপূর্ব্বে বহু দুষ্কর্ম্মই করেছেন ; কিন্তু আপনার এতখানি অবনতি হয়েছে, যে পুরুষ সিংহ পেশোয়া নারায়ণ রাওএর পিতৃব্য হয়ে, আপনি বিদেশী ফিরিঙ্গীদের পাদুকা লেহন করতে মাদ্রাজে উপস্থিত হবেন,—এ সত্যই আমি কল্পনা করতে পারিনি।

রঘুবা—আমি – আমি—

হায়দার—আঃ কোনো মিথ্যা কৈফিয়ৎ দেবার প্রযোজন নেই রঘুবা ! যান, আপনার সঙ্গীকে নিয়ে পুণায় ফিরে যান।

রঘুবা – মহানুভব হায়দার আলি সা, আপনি আমাদের মুক্তি দিলেন ?

হায়দার—আপনাদের বিচারের ভার তো আমার ওপর নয়, আপনাদের বিচার করবেন—স্বয়ং পেশোয়া।

রঘুবা—আপনার এই মহানুভবতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। চলে এসো খণ্ডেরাও !

হায়দার – দাঁড়ান। লুৎফে আলিবেগ !

লুৎফে—হজরৎ।

হায়দার – এদের সঙ্গে উপযুক্ত দেহরক্ষী দাও।

রঘুবা—দেহরক্ষী !

হায়দার—স্বদেশের পথ তো আপনারা ভাল করে চেনেন না ! হয়তো আবার ভুল করে এই মাদ্রাজেই চলে আসতে পারেন। যাতে

আপনাদের মহাযাত্রায় পথ ভুল না হয়, তাই ওই দেহরক্ষীর ব্যবস্থা। চলে যান্।

(রঘুবা ও খণ্ডেরাওকে লইয়া কয়েকজন সৈন্যের প্রস্থান)

হায়দার—আর্কটের ভূতপূর্ব্ব নবাব মহম্মদ আলি—

মহম্মদ—আদেশ করুন হজরৎ!

হায়দার—আপনাকে,—না এখন কোন আদেশ নয়। আপনি মুসলমান হয়েও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। ফিরিঙ্গী কোম্পানীর দাস্য সুখে বিবেক মনুষ্যত্ব সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়েছেন। আপনাকে আপাতত কিছু বলবার নাই। আপনার পরম বান্ধব ফিরিঙ্গীদের যে দশা হবে, আপনিও তাই গ্রহণ করবেন। যান্, আপনার প্রভুদের দুর্গমধ্যে গিয়ে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করুন গে।

[মহম্মদ আলির প্রস্থান]

হায়দার—(ফুলসাহেবকে] এই তুই কে?

ফুল—আমি হুজুরের চরণাশ্রিত দাসানুদাস।

হায়দার—কি বল্লি?

ফুল—আপনার চরণের দাস হ'ল ঐ জুতো, আর জুতোর দাস হ'ল শুকতলা। সুতরাং আমি আপনার দাসানুদাস, মানে, আপনার পায়ের জুতোর অতি বিনীত শ্রীমান শুকতলা।

হায়দার—ওঃ কিন্তু এত বিনীত দাস্য ভাবতো আমার রাজ্যে নেই। আমার প্রজাদের মধ্যে দাস বলে কেউ নেই। হিন্দু, মুসলমান, আমার রাজ্যের যেখানে যে আছে, সকলেই আমার ভাই। তোমার মত দাস্য ভাবাপন্ন ব্যক্তির আমার রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ। যারা করুণা বিগলিত চিত্তে দাস জাতির দয়াল প্রতিপালক—সেই ফিরিঙ্গীদের কেল্লাতেই ফিরে যাও তুমি।

ফুল—যো হুকুম হজরত, সেলাম—সেলাম। [প্রস্থান]

আলেক—Your Excellency—

হায়দার—ওঃ কাপ্তেন আলেকজেণ্ডার! কাপ্তেন ব্রুক! তোমরা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ, একথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

ব্রুক—সণ্ডিপট্র কিরূপ রচিট হইবে—Your Excellency টাহা জানাইলে হামরা উহা টৈয়ারী করিবে।

হায়দার—সন্ধিপত্র!

ব্রুক—হামি লোক সমস্ত বিজিট রাজ্য Your Excellencyকে ফিরাইয়া ডিবে। এবং যখনই Your Excellencyর ডরকার হইবে—হামি লোক হামাডের soldier লইয়া আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইবে।

হায়দার—শুধু ও সর্ত্তে চলবে না সাহেব।

আলেক—টবে?

হায়দার—তবে থাক! তোমাদের সঙ্গে আবার সন্ধির আলোচনা কিসের! যা তোমাদের বক্তব্য সে আমি তোমাদের সপারিষদ গভর্ণরের মুখ হতেই শুনতে চাই। তোমরা যাও, তোমাদের গভর্ণর এবং তার কাউন্সিলকে এখানে পাঠিয়ে দাওগে।

ব্রুক—Your Excellency—

হায়দার—আর বৃথা বাক্য ব্যয় নয়। তারা আমার কাছে সন্ধির আবেদন জানাবেন এবং তাঁদের সেই সন্ধি প্রার্থনার মূর্ত্তি আমি তোমাদের ঐ সেণ্টজর্জ্জ কেল্লার দ্বারে অঙ্কিত করে রেখে তবে মহীশূরে ফিরব।

ব্রুক—All right, টাহাই হইবে।

হায়দার—কিন্তু মনে রেখো সাহেব। আমি এখানে অর্দ্ধঘণ্টার বেশী বিলম্ব করতে পারব না। তোমাদের সপারিষদ গভর্ণর অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে আমার কাছে হাজির না হ'লে আমার সন্নিবিষ্ট কামানশ্রেনী নীরব থাকবে না কিন্তু। তোমাদের বড় সাধের বন্দর এই মান্দ্রাজ শহর ভারত সমুদ্রের জলে ছাই হয়ে মিশে যাবে।

[ক্যাপ্টেন ব্রুক ও আলেকজেণ্ডারের প্রস্থান ও টিপুসুলতানের প্রবেশ]

টিপু—পিতা—

হায়দার—কে ? শাজাদা টিপু ! কি সংবাদ ?

টিপু—মিরাব ভূতপূর্ব্ব নবাব আব্বাসকুলী খাঁকে বন্দী করে এনেছি পিতা।

হায়দার—আব্বাসকুলী খাঁ ?

টিপু—এতখানি অধঃপতন হযেছে ঐ আব্বাসকুলী খাঁর যে কালিকটের জামোরীণ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন শুনে, আব্বাস কুলী খাঁ তাঁকে অতি তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করেছে। কালিকটের যুবরাজ, ত্রিবাঙ্কুব রাজ ও কোচিনেব রাজাকে স্বপক্ষে এনে জামোরীণকে ঐ আব্বাস কুলী খাঁ, এমন নিদারুণ অপমান করেছে, যে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে বৃদ্ধ জামোরীন স্বহস্তে তাঁর প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেছেন, তারপর সপরিবাবে সেই অগ্নিস্তুপে ঝাঁপ দিয়ে দেহ ত্যাগ করেছেন।

হায়দার—বৃদ্ধ জামোরীন সপরিবারে অগ্নিদগ্ধ ! কৈ হ্যায়—আব্বাস কুলীখাঁ—আব্বাস কুলীখাঁ—

[আব্বাস কুলীখাঁকে লইয়া প্রহরীদের প্রবেশ]

হায়দার—আব্বাসকুলীখাঁ, তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়, প্রথম জীবনে আমি একদিন তোমারি উৎপীড়নে পুত্র পরিবার নিয়ে গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছিলুম ! তুমি আমার আত্মীয়, তুমি মুসলমান তাই পরবর্ত্তীকালে জীবনে তোমায় একসময় হাতের মুঠোর মধ্যে পেযেও আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিযেছিলুম।

আব্বাস—সে কথা স্মরণ আছে হজরৎ ! আপনি আমায় দয়া করে মুক্তি দিয়েছিলেন।

হায়দার—কিন্তু সেই দয়ার সুযোগ নিয়ে তুমি চরম বর্ব্বরতার

পরিচয় দিয়েছ। আমি দিন্দীগড় দুর্গ জয় করে তোমায় সেই কেল্লার ফৌজদার নিযুক্ত করলুম। আর তুমি এমনি বেইমান, যে আমার অনুপস্থিতিতে ইংরেজ কোম্পানীকে আমন্ত্রণ করে, সেই দুর্গ তাদের হাতে তুলে দিলে। কালিকটের বৃদ্ধ জামোরীনের প্রতি এমনি বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করলে, যে তোমার নিপীড়ন হ'তে মুক্তিলাভের জন্য তাকে সপরিবারে অগ্নিসাগরে ঝাঁপ দিতে হ'ল। জান শয়তান, তোমার অপরাধের কি শাস্তি ?

আব্বাস—ক্ষমা করুন হজরৎ। শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও আমি আপনার আত্মীয়।

হায়দার—আত্মীয়—আত্মীয়! স্বজাতিদ্রোহ, দেশদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হলে, হায়দার আলি তার আত্মার আত্মীয়, প্রাণ হতে প্রিয়তম ঐ শাজাদা টিপুর মস্তকও স্বহস্তে দ্বিধাবিভক্ত করতে পারে।

আব্বাস—হজরৎ—হজরৎ—

হায়দার—লুৎফে আলি বেগ, এই বেইমান নরপশুকে নিয়ে যাও! প্রকাশ্য রাজপথে ইংরেজের বিরুদ্ধেসন্নিবিষ্ট সর্ব্বপ্রথম কামানের মুখে ঐ দেশদ্রোহী ফিরিঙ্গী কোম্পানীর ক্রীতদাসটীকে দাঁড় করাও, তারপর কামানের বারুদপিণ্ডে অগ্নিসংযোগ কর। যাও—

আব্বাস—হজরৎ—হজরৎ,আপনার কাছে নতজানু হয়ে জীবন ভিক্ষা চাইছি। আমি অপরাধী,কিন্তু আমি আপনার স্বজাতি,আমি যে মুসলমান।

হায়দার—খবর্দ্দার! ও পবিত্র শব্দের অবমাননা কোরোনা। কে বলে তুমি মুসলমান ? আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে শুনে যাও হতভাগ্য, —খোদা তায়লার পবিত্র বাণী কোরাণ সরিফের পবিত্র নির্দ্দেশ— মুসলমানের মুসলমানত্ব—ঐশ্বর্য্যে নয়, পদ গৌরবে নয়, দুনিয়া জোড়া বাদশাহীতেও নয়। মুসলমানের পরিচয়, মুসলমানের মুসলমানত্ব সে হ'ল তার ইমান—ইমান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[শ্রীরঙ্গপত্তনে হায়দার আলির মন্ত্রণাকক্ষ। পাঁচজন লেখক পাঁচখানি পত্র লিখিতেছিলেন। হায়দার বলিয়া দিতেছিলেন]

হায়দার—(প্রথমকে) লেখ, ক্যাপ্টেন সিম্সনের বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, আমি করুর অধিকার করিয়া এরোডোর দিকে আমার বিজয় বাহিনী চালনা করিতেছিলাম। পথি মধ্যে ক্যাপ্টেন সিম্সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। (দ্বিতীয়কে) তুমি লেখ, পেশোয়া, আমি সংবাদ পাইলাম, যে আপনি দুর্ব্বৃত্ত খণ্ডেরাও ও আপনার পিতৃব্য রঘুবাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও আমার অনুরোধ, আপনার চারিপার্শ্বে বহু গুপ্ত শত্রু মিত্ররূপে অবস্থান করিতেছে। আপনি সাবধান থাকিবেন। (তৃতীয়কে) তুমি? কাকে?

তৃতীয়—নোপোলিয়ন বোনাপার্টকে!

হায়দার—বোনাপার্ট! লেখ, আপনি শীঘ্রই মিশরে বিজয় অভিযান করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার অপরাজেয় শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। মিশরে পৌছালেই আপনার সঙ্গে আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আলোচনা করিব। (চতুর্থকে) তুমি মাদ্রাজ সরকারকে বোধ হয়!

চতুর্থ—হাঁ, হুজুর—

হায়দার—লেখ, সাবধান। প্রথম মহীশূর যুদ্ধে আমার সঙ্গে যে সন্ধি করিয়াছিলে তাহা এত শীঘ্র তোমরা বিস্মৃত হইলে? হায়দার আলি তোমাদের এই বেইমানী, এ বিশ্বাসঘাতকতা জীবন থাকতে ভুলিবে না।

তাই এখনো বলিতেছি—সাবধান ! (প্রথমকে) তুমি তারপর লেখ—লিস্মনের অধিনস্থ পঞ্চাশজন য়ুরোপীয় সৈন্য ও দুই শত সিপাহীকে আমি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এরোডোরের সহকারী ইংরেজ সেনা-পতির গতবৎসর ভলিয়াম্বাদিতে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না। এবার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে আমি তার সমস্ত বন্দী সৈন্যকে—

[দীপাবাঈ-এর প্রবেশ]

দীপা—হায়দার—হায়দার—

হায়দার—মাতাজী ! কি আদেশ মাতাজী

দীপা—বড় দুঃসংবাদ হায়দার—

হায়দার—কি হ'য়েছে মাতাজী ?

দীপা—সে সংবাদ—

হায়দার—(পত্রলেখকদের) তোমরা এখন যাও, এখন পত্রলেখা স্থগিত থাক্‌বে। প্রযোজন মত ডাকবো তোমাদের—

[পত্র-লেখকদের প্রস্থান]

হায়দার—কি দুঃসংবাদ, শীঘ্র বলুন মাতাজী ?

দীপা—এই পত্রখানি পাঠ কর। [পত্রদান]

হায়দার—পত্র ! [হায়দারের পাঠ] কিছুই তো ঠিক অনুমান করতে পারলুম না মাতাজী ! পেশোয়া জননী যোশীবাঈ লিখেছেন, পেশোয়ার বিপদ ! কি বিপদ কিছুই তো লেখেন নি।

দীপা—হয়ত পত্রে সব কথা লেখা নিরাপদ নয় বলেই লেখেন নি। হায়দার ! আমি একবার পুণায় যেতে চাই।

হায়দার—পুণায় !

দীপা—হ্যাঁ, আজই—এইদণ্ডে। হয়তো বিলম্বে কোনো ভীষণ ক্ষতি সঙ্ঘটিত হতে পারে।

হায়দার—বেশ, তাই চলুন মাতাজী, আমি আপনাকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি।

দীপা—তুমি !

হায়দার—নইলে মাতাজীর দেহরক্ষী আর কে হবে !

দীপা—না হায়দার, তুমি এখন মহীশূরের অধিপতি। কত গুরু-দায়ীত্ব রয়েছে তোমার মাথার ওপরে। এ সময়ে তোমার অতর্কিতে শ্রীরঙ্গপত্তন ত্যাগ করা চলতে পারে না।

হায়দার।—মাতাজী—

দীপা—না হায়দার, তুমি শ্রীরঙ্গপত্তনে থাক, প্রয়োজন হ'লে তোমায় পরে ডাকব। এখন বরং অন্য কোনও দেহরক্ষী আমার সঙ্গে দাও—

হায়দার—অন্য দেহরক্ষী! বেশ, তাই হবে। কে হ্যায়! (প্রহরীর প্রবেশ) শাজাদা টিপু— (প্রহরীর প্রস্থান)

দীপা—টিপু—টিপুকে আমার সঙ্গে দিচ্ছ ?

হায়দার—হায়দার আলির অবর্ত্তমানে একমাত্র শাজাদা টিপুইতো তোমার উপযুক্ত দেহরক্ষী।

[টিপুর প্রবেশ]

টিপু—আমায় স্মরণ করেছেন পিতা ?

হায়দার। হ্যাঁ পুত্র, তুমি মাতাজীর সঙ্গে এই মুহূর্ত্তে পুণায় যাত্রা কর! দেখ সাবধান, প্রয়োজন হ'লে নিজের জীবনপাত কোরো, কিন্তু তবু মহীশূরের মাতাজীর মর্য্যাদা যেন মহারাষ্ট্রে গিয়ে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দিও না।

টিপু—তাই হবে পিতা। আসুন মাতাজী আমার সঙ্গে আসুন।

(টিপু ও দীপাবাঈএর প্রস্থান)

হায়দার—বুঝতে পাচ্ছিনা, পেশোয়া নারায়ণ রাওএর অকস্মাৎ এমন কি বিপদ উপস্থিত হ'ল, যার জন্য মাতাজী এমন অধীর হয়ে ছুটে গেলেন।

চারিদিকে শত্রু, নিজে সঙ্গে না গিয়ে শুধু টিপুর ওপর মাতাজীর ভার অর্পণ করে অবিবেচকের ন্যায় কাজ করলুম না তো ?

[ফেরারা দ্য আন্ড্রাদার প্রবেশ]

আন্ড্রাদা—Your Majesty !

হায়দার—কে ! ফেরারা দ্য আন্ড্রাদা ! তোমায় না আরবসাগরের বিদ্রোহী ফিরিঙ্গিদের দমন করবার জন্য পাঠিয়েছিলুম। তুমি এত শীঘ্র ফিরে এলে যে ?

আন্ড্রাদা—কাজ finish হইল, ফুরাইয়া গেল, টাই চলিয়া আসিল !

হায়দার—এত শীঘ্র কাজ শেষ হ'ল ! তারা কি সন্ধি করেছে ?

আন্ড্রাদা—সণ্ডি ! সণ্ডি করিবার মালিক তো হামি না আছে, I am Your Majesty's servant, আপকো নোকর আছে ! সণ্ডি হাপনি করিবেন। Five leaders পাঁচঠো সিণ্ডি leader শ্রীরঙ্গপত্তন কারাগারে বসিয়া হাপনার হুকুমের অপেক্ষা করিটেছে।

হায়দার—সে কি ! এত শীঘ্র যুদ্ধ জয় করে তুমি সেই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধি নেতাদের শ্রীরঙ্গপত্তনে বন্দি করে নিয়ে এসেছ ?

আন্ড্রাদা—Ah ! Poor Sindi leaders ! উহারা কি লড়াই জানে ! উহাডের সহিট লড়াই করিটে হামার এট সময় লাগিবে তো সে হামার disgrace—হামার Pirate king নামের অপমান আছে।

হায়দার—আন্ড্রাদা—

আন্ড্রাদা—Forgive me Your Majesty ! হামি লোক, হাপনার হুকুম না লইয়া এক কাজ করিয়াছে, হামাকে ক্ষমা করুন।

হায়দার—কি করেছ তুমি ?

আন্ড্রাদা—হামি ভাবিয়া ডেখিল East India Company হাপনার শট্রু আছে। You know their motherland, Great Britain is an Island, উহাডের স্বদেশ ইংলণ্ড, সাগর বেষ্টিট দ্বীপ আছে। টাই

উহারা স্থলযুদ্ধে ঠিক টেমন নিপুন নহে। উহাডের সঙ্গে লড়াই করিটে হইলে first of all হাপনার উপযুক্ট যুদ্ধ জাহাজ প্রয়োজন, নৌসৈনিক প্রয়োজন। টাই হামি—Excuse me Your Majesty, হামি এক কাজ করিয়াছে!

হায়দার—কি করেছ, নিঃসঙ্কোচে বল আন্দ্রাদা!

আন্দ্রাদা—I attacked several ships in the Arabian Ocean! আরব সাগরে আর্ম্মেনিয়ান, ইংলিশ, আউর সিণ্ডি লোকের তিনশো জাহাজ হামি লোক আক্রমণ করিয়াছে। উহা অডিকার করিয়া I have unfurled your flag, উহাটে হামি হাপনার flag পটাকা স্থাপন করিয়াছে। আরব সমুদ্রে His Majesty হায়ডার আলি খানের তিনশো জাহাজ হইটে হামি কামান ডাগিল। আউর Sea coast হইটে, সাগর কুল হইটে যেটো লোক হাপনাকে কুর্ণিশ জানাইল। Your Majesty, হাপনার হুকুম ব্যটীট এই কাজ করিয়া হামি যডি অপরাড করে—

হায়দার—অপরাধ! দূরদর্শী মহাবীর তুমি, ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করতে সত্যই যুদ্ধ জাহাজের যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, আমি তা এতদিন উপলব্ধি করতে পারি নি। তুমি আজ আমার মহা-উপকার সাধন করলে আন্দ্রাদা! আজ হতে জলযুদ্ধে তুমি আমার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। এবং শুধু তাই নয়, স্থল যুদ্ধেও তোমায় আমি মঁসিয়ে লালির সমমর্য্যাদা দান করলুম।

আন্দ্রাদা—Your Majesty, হাপনার প্রদত্ত এই সম্মান হামি মাঠা পাটিয়া গ্রহণ করিলাম। যে প্রটীজ্ঞা হামি মারি দোপাবাঈকো সামনে করিয়াছে, ওহি প্রটীজ্ঞা আবার হাপনার সামনে উচ্চারণ করিটেছে—হাপনার পঠাকা নিয়ে ডাঁড়াইয়া হামি ভারটবর্ষের শৃঙ্খল মোচনের নিমিট্ট হামার জীবন বলি ডিবে।

(লুৎফে আলি বেগের প্রবেশ)

লুৎফে—হজরৎ—

হায়দার—কি সংবাদ লুৎফে আলি বেগ।

লুৎফে—পেশোয়া নারায়ণরাও রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর পিতৃব্য রঘুবা এবং খণ্ডেরাওকে পুণার রাজকীয় কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। তারা কারারক্ষীদের প্রচুর উৎকোচ দিয়ে কারাগার হতে পলায়ন করেছেন।

হায়দার—পলায়ণ করেছে! তারপর!

লুৎফে—রাত্রিকালেই পুণা ত্যাগ করে তারা আগামহম্মদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এবং সংবাদ পেলুম—কয়ম্বাঠোর দুর্গ অধিকার করে তারা সেই খানেই আশ্রয় নিয়েছে।

হায়দার—আগামহম্মদ! লুৎফে আলি বেগ, এই আগামহম্মদটা কে?

লুৎফে—আগামহম্মদ আমাদেরই একজন পলাতক অপরাধী শাহান শা!

হায়দার—পলাতক অপরাধী! ওঃ মনে পড়েছে, কয়ম্বাঠোর দুর্গের দ্বারপাল ছিল না?

লুৎফে—হাঁ জনাব, এক বৃদ্ধা রমণীর যুবতী কন্যাকে হরণ করে পালিয়ে যায়।

হায়দার—হাঁা, তার স্থানাধিকারী হায়দার শাহের নিকট বহুবার অভিযোগ করেও রমণী যখন সুবিচার পেল না—তখন সে আমারই শরণাপন্ন হ'ল। আমি তৎক্ষণাৎ হায়দার শাহকে দুইশত কোড়া মারবার আদেশ দিলুম। এবং দ্রুত অশ্বারোহী পাঠালুম আগামহম্মদের সন্ধানে। বালিকাটীর উদ্ধার সাধন হ'ল, কিন্তু আগামহম্মদ সেই থেকে পলাতক, সেই পাপাচারীর ছিন্নমুণ্ডের জন্য আমি শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছি। তাই নয় লুৎফে আলি বেগ?

লুৎফে—আপনার সবই স্মরণ আছে হুজরৎ! দুরাত্মা এমন কৌশলে এতদিন আত্ম গোপন করে রয়েছে যে বহু চেষ্টাতেও তার কোন সন্ধান পাইনি। এই মাত্র সংবাদ পেলুম যে সে এখন কয়ম্বাঠোর দুর্গে—পুণার নগর প্রান্তের দুর্গ।

হায়দার—কয়ম্বাঠোর দুর্গে এবং তার প্রধান বান্ধব আজ দেশদ্রোহী রঘুবা আর দুরাত্মা খণ্ডেরাও। আল্‌দ্রাদা—

আল্‌দ্রাদা—Yes Majesty!

হায়দার—কয়ম্বাঠোর দুর্গ দখল করবার ভার যদি আমি তোমার উপর দিই!

আল্‌দ্রাদা—হামি হাপনার এই হুকুম পাইবার নিমিট্ট অপেক্ষা করিটেছিল। Just now I am starting Your Majesty. ঝড়কা মাফিক হামি ছুটীয়া যাইবে, কয়ম্বাঠোর কিল্লা মিট্‌্কা সাঠ মিলাইয়া ডিয়: like lightning I shall return, বিজলীকা মাফিক ফিন্ হাজির হইবে। আউর যব হাজির হইবে,—সাঠে আনিবে আগামোহম্মদ, খণ্ডেরাও, আউর ওহি বেইমান রঘুবাডাডার শির।

হায়দার—না আল্‌দ্রাদা, পারতো কেল্লা দখল করে পুণায় নিয়ে এসো। আগামহম্মদের শির নিয়ে এস। তবে রঘুবা ও খণ্ডেরাওকে বধ করোনা, তাঁদের পিঞ্জরাবদ্ধ করে পুণায় নিয়ে এস। পেশোয়ার দরবারে উপস্থিত থেকে আমি স্বয়ং পেশোয়া নারায়ণরাওকে সেই দুটী পিঞ্জরাবদ্ধ চিড়িয়া উপহার দেব।

আল্‌দ্রাদা—Right—O—　　　　[প্রস্থান]

হায়দার—লুৎফে আলি বেগ, এই মুহূর্ত্তে বিশহাজার সৈন্ম সাজাতে বল। আমি পুণায় যাত্রা করব।

লুৎফে—পেশোয়া নারায়ণরাও এর রাজধানী পুণা অধিকার করবেন হুজরৎ?

হায়দার—পুণা অধিকার নয়—আমি যাচ্ছি পেশোয়ার রাজ্য রক্ষা করতে।

লুৎফে—হজরৎ—

হায়দার—পলাতক খণ্ডেরাও ও রঘুবার প্ররোচনায় আমার মনে হচ্ছে পুণার অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। হয়তো পেশোয়ার রাজ্য, জীবন সবই আজ ঐ চক্রান্তকারীদের দ্বারা বিপন্ন। সংবাদ পেয়ে মাতাজী দীপাবাঈ টিপুর সঙ্গে বহু পূর্ব্বে পুণায় চলে গেছেন। তাতে আমার দুশ্চিন্তার লাঘব হওয়া দূরে থাক—আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশহাজার—বিশহাজার সৈন্য সাজাও লুৎফে আলি বেগ। আমি একবার পুণায় উপস্থিত হ'তে পারলে দেখ্‌ব সেই দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, ফিরিঙ্গী কোম্পানীর অঙ্গুলিচালিত ক্রীতদাসের দলকে। যাও—বিশহাজার—বিশহাজার সৈন্য সাজাও।

করঘাটোর দুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগ।

রঘুবা ও খণ্ডেরাও।

রঘুবা—তুমি কি পাগল হ'লে খণ্ডেরাও! এই দুর্গপ্রাচীর নিম্নে, এই রাত করে কে গান গাইবে?

খণ্ডেরাও—বিশ্বাস করুন, আমি স্পষ্ট শুনেছি সে গান; মনে হয় অতি পরিচিত কণ্ঠ!

রঘুবা—তাহ'লে হয়তো কোনো ভিখারিণী হবে! গান গেয়ে এই পথ দিয়ে চলে গেছে। চলো, আর রাত করে লাভ নেই, কোথায় কে শত্রু আছে বলা তো যায় না। চলো দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে নিশ্চিন্ত হইগে।

খণ্ডেরাও—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মনে হ'ল যেন গান ঐ দিকেই মিলিয়ে গেছে, আমি ঐ দিকটা একটু দেখে আসি।

রঘুবা—সেকি! আরও দেখবে!

খণ্ডেরাও—একটু অপেক্ষা করুন। আগা মহম্মদেরও তো ফেরবার সময় হয়ে এল। সে এলে সবাই মিলে এক সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করব। বড় পরিচিত কণ্ঠ শুনেছি,—আমার বড় কৌতূহল। [প্রস্থান]

রঘুবা—ও রাওজি—শোনো—শোনো—

[আগামহম্মদের প্রবেশ]

আগা—রঘুবা দাদা—

রঘুবা—কে! আগামহম্মদ! তবু ভাল, আমি হঠাৎ ভয়ে চম্‌কে উঠেছিলুম।

আগা—ভয়ে চমকাবারই কথা রঘুবা দাদা!

রঘুবা—কেন? কেন?

আগা—গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলুম, ফতে আলি টিপু মহীশূরের মহারাণী দীপাবাঈকে নিয়ে পুণায় পৌছেচে।

রঘুবা—তাই নাকি! টিপু পুণায় এসেছে, হায়দার আলি আসেনি তো?

আগা—হায়দার আলি এখনো আসেনি, কিন্তু আসতে কতক্ষণ? ওরা পৌছুলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নিদারুণ বিঘ্ন ঘটবে।

রঘুবা—সেতো বটে! অবিশ্যি উৎকোচ দিয়ে পুণা প্রাসাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারীকেই হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছি। তা ছাড়া পেশোয়ার সেনা দলের বেতন দেবার ভার ছিল আমার ওপর। আমি কৌশলে তাদের ছ'মাসের বেতন হস্তগত ক'রে ফেলেছি।

আগা—তাই নাকি! সৈনিকদের বেতন দেওয়া হয়নি, পেশোয়া এ সংবাদ জানেন না?

রঘুবা—উহুঁ, পেশোয়ার সঙ্গে সেনাদলের যাতে সামনা-সামনি দেখা না হয়,—এ প্রশ্ন যাতে কোনরকমে উঠ্‌তেই না পারে, আমি সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। সৈনিকদের বুঝিয়েছি—পেশোয়া ইচ্ছা করে তাদের বেতন বাকী ফেলেছেন। তাই এবার তারা আক্রোশে বারুদ-স্তূপের মত হয়ে আছে। শুধু একটু অগ্নিসংযোগ হলেই—ব্যস্‌।

আগা—কিন্তু পেশোয়া যদি নিজে তাদের বলেন, যে তাদের বেতন আপনি আত্মসাৎ করেছেন।

রঘুবা—রঘুবা দাদা এত কাঁচা কাজে যায় না আগামহম্মদ! আগে হ'লে হয়তো হতো; কিন্তু আমার লোকেরা তাদের এমন ভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, যে ওকথা আজ আর তারা বিশ্বাস করবে না।

আগা—সবই তো বুঝলুম রঘুবা দাদা, কিন্তু এখন যত ভাবনা ঐ হায়দার আলিকে নিয়ে!

রঘুবা—ঠিক বলেছ আগামহম্মদ। ভাবনা এখন হায়দার আলি,—সে পুণায় পৌঁছুবার পূর্ব্বে, আমাদের লোকেরা যদি কাজ শেষ না করে তবেই সর্ব্বনাশ!

আগা—চলুন না, আমরা কয়ঘাটোর দুর্গে আর অপেক্ষা না করে পুণায় রওনা হই।

রঘুবা—তাই বা রওনা হই কেমন করে! কাপ্তেন আলেকজেণ্ডারের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছি। আলেকজেণ্ডারের সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত কয়ঘাটোর দুর্গ ত্যাগ করা কি উচিৎ হবে আগামহম্মদ? বিশেষতঃ হায়দার আলি যদি পেশোয়ার সঙ্গে যোগ দিতে পুণায় গিয়ে থাকে।

আগা—আমাদের দুর্গমধ্যে একসহস্র সৈনিক রয়েছে রঘুবা দাদা! তাদের নিয়ে যদি পুণা যাত্রা করি—

[গুপ্তচরের প্রবেশ]

গুপ্তচর—হুজুর !

আগা—কি সংবাদ !

গুপ্তচর—ঐ বনের ওধারে মনে হ'ল কারা যেন সেনা সমাবেশ কর্চ্ছে—

আগা—সেকি ! কাদের সেনা ?

গুপ্তচর—অন্ধকারে ভাল বুঝতে পারলুম না, তবে দূর থেকে মনে হ'ল সাদা আদমী হবে।

আগা—সাদা আদ্‌মী !

রঘুবা—ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের সৈন্য নয় তো ?

আগা—ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের সৈন্য ! সে হবে হয়তো। নইলে সাদা আদমি—সে যা হোক, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হবে না ! শত্রু হোক, মিত্র হোক, অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করে, আমাদের দুর্গ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আসুন রঘুবা দাদা।

রঘুবা—কিন্তু খণ্ডেরাও যে ঐ দিকে গেল !

আগা—ঐই দিকে ! গোলাম আলি—

গুপ্তচর—জনাব—

আগা—রাওজিকে খবর দাও—জলদি !

গুপ্তচর—যো হুকুম—

(রঘুবা ও আগামহম্মদ প্রস্থান করিল। অপরদিকে গুপ্তচরের প্রস্থান। একটু পরে সন্তর্পণে আন্ত্রাদা ও য়ুরোপীয় পুরুষের পরিচ্ছদে মরিয়মের প্রবেশ)

আন্ত্রাদা—There goes the devil, let me finish him, উহ খটম করিয়া আসি।

মরিয়ম—না এখন নয়, দুর্গের সবাই টের পেয়ে যাবে। ও লোকটা খণ্ডেরাওকে আনতে গেছে; তাকে নিয়ে আসতে দাও।

আন্দ্রাদা—ঠিক বলিয়াছে মোরিয়ম! খণ্ডেরাও আসিবে আউর পছন হইটে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

মরিয়ম—না, এখন খণ্ডেরাওকেও ধরতে পারবে না।

আন্দ্রাদা—মোরিয়ম ?

মরিয়ম—একা খণ্ডেরাওকে তো বন্দী করতে আসি নি, দুর্গমধ্যে রয়েছে রাঘুবা, রয়েছে আগামহম্মদ। খণ্ডেরাও ধরা পড়লে, ওরা দুর্গ প্রাকার হ'তে সেই মুহূর্ত্তে আমাদের লক্ষ্য করে কামান দাগবে।

আন্দ্রাদা—হামি লোকভি কামান ডাগিযা উহার জবাব ডিবে; ওভি কেল্লা টোপের মুখে উড়াইয়া ডিবে।

মরিয়ম—অন্য উপায় না থাকলে অবিশ্যি শেষ পর্য্যন্ত তাই করতে হবে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, আমরা অনেক সহজেই কার্য্যোদ্ধার করতে পারব!

আন্দ্রাদা—এরূপ অনুমানের হেটু ?

মরিয়ম—আশা হচ্ছে এই ভেবে, যে খণ্ডেরাও আমার গান শুনেই কেল্লার বাইরে এসেছে। ঐ খণ্ডেরাওএর সাহায্যেই—

আন্দ্রাদা—কি করিবে ?

মরিয়ম—আমি দুর্গ প্রবেশ করব।

আন্দ্রাদা—What do you mean—কি বলিটেছে ?

মরিয়ম—ঠিকই বলছি। হাঁ, ভাল কথা, তুমি একদিন বলছিলে না, যে তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে এক সময়ে ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডার তোমায় একটী অঙ্গুরীয় দান করেছিল!

ন্দ্রাদা—Yes, here is the ring, এই আংটী, আলেকজেণ্ডার কো নাম ইহাটে লেখা আছে।

মরিয়ম—দাও। ঐ আংটী আমায় দাও—

[আস্ত্রাদা মরিয়মকে আংটী দিল]

আস্ত্রাদা—I can't follow you Morium, what's your intention ! টোমার উডডেশ্য কি আছে ?

মরিয়ম—উদ্দেশ্য তো বলেছি, কৌশলে দুর্গ প্রবেশ !

আস্ত্রাদা—মোরিয়ম—

মরিয়ম—শোনো, সেনাদল নিয়ে এই বনের মধ্যে অপেক্ষা কোরো। দুর্গ মধ্য হতে ঠিক যখন রাত একটার ঘণ্টা ধ্বনি হবে—তখন দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হবে। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে বিপুল বিক্রমে দুর্গ প্রবেশ কোরো।

আস্ত্রাদা—But who will open the door—দরোওয়াজ কে খুলিবে ?

মরিয়ম।—সে যেই হোক,—ওই খণ্ডেরাও আসছে। সরে যাও, যা বল্লুম মনে থাকে যেন,—রাত্র একটা !

আস্ত্রাদা—কিণ্টু মোরিয়ম, my dearest girl, টুমাকে একা শট্রুর কেল্লায় হামি কোন্ ভরসায়—

মরিয়ম— ভরসা ! আমি যদি সত্যিই মহাবীর ফেরারা স্থ আস্ত্রাদার কন্যা হই, তা হ'লে আমার ভরসা এই—(পিস্তল দেখাইল)

আস্ত্রাদা—মোরিয়ম—

মরিয়ম—চুপ, আমি মোরিয়ম নয়, আমি লেফটন্যাণ্ট জন্‌সন্। খণ্ডেরাও এসেছে। যাও—যাও—　　[আস্ত্রাদার প্রস্থান

(খণ্ডেরাও ও গুপ্তচরের প্রবেশ)

খণ্ডেরাও—কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে। কথা বলছ না কেন ? তুমি কে ?

মরিয়ম—টোমাকেও হামি সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিটে পারে ! টুমি কে ?

খণ্ডেরাও—এ কি ! কার কণ্ঠস্বর ? (কাছে গিয়া) তুমি—তুমি—

মরিয়ম—আঃ, মুখের ডিকে চাহিয়া আছ কেন ? মঙ্গল চাও টো—চলিয়া যাও—নইলে—(পিস্তল তুলিল)

খণ্ডেরাও—আমার ভুল হয়েছে সায়েব, আমি অন্য কাউকে মনে করেছিলুম। তুমি এখানে কেন ?

মরিয়ম—হামি ঐ কেল্লায় প্রবেশ করিবে।

খণ্ডেরাও—কেন ?

মরিয়ম—কেন ? উহুঁ টোমার কাছে হামি কৈফিয়ট ডিবে না। টুমি ক্বোন্ আছে !

খণ্ডেরাও—আমায় নিঃসঙ্কোচে বলতে পার সাহেব। আমি খণ্ডেরাও।

মরিয়ম—ওঃ হাপনি খণ্ডেরাও আছে। বহুট খুসী হইল। হামি লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্।

খণ্ডেরাও—লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্ !

মরিয়ম—হাঁ, হাঁ, ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডার হামাকে পাঠাইল।

খণ্ডেরাও - ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের কাছ থেকে এসেছ ! তিনি কি সংবাদ পাঠিয়েছেন ?

মরিয়ম—সংবাদ এখানে বলা সম্ভব নহে। কেল্লায় চলুন।

খণ্ডেরাও—এসো সাহেব। কিন্তু রাগ কোরো না সাহেব। আমাদের অনেক শত্রু। তাই হুঁসিয়ার হযে চলতে হয়। তুমি যে ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের প্রেরিত তার কিছু প্রমাণ—

মরিযম—পরমান ! এই ঠেথ—[আংটী দেখাইল]

খণ্ডেরাও—"ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডার" আর কোন সন্দেহ নাই, কেল্লায় এসো লেফ্‌ট—লেফ্‌ট—

মরিয়ম—লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্।

খণ্ডেরাও—লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[দুর্গ অভ্যন্তর]

আগামহম্মদ ও রঘুবা

রঘুবা—আর চিন্তা নেই আগামহম্মদ; ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের সহকারী লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্‌ যখন সসৈন্যে আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন, তখন আর আমি কিছুমাত্র ভয় করি না।

আগা—ক্যাপ্টেন আলেকজেণ্ডারের সহকারী এই লেফট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্‌, কিন্তু বয়সে একেবারে বালক বললেই হয়। এই কিশোর বালকের ওপর নির্ভর করে—

রঘুবা—শুধু তো এই কিশোর সেনাপতিই নয়।ওর সঙ্গে যে এসেছে ফিরিঙ্গি পল্টন, ব্যবস্থা হয়েছে—রাত একটার ঘণ্টা ধ্বনি হলেই আমরা দুর্গদ্বার খুলে দিয়ে,আমাদের সাহায্যকারী সেই ইংরেজ পল্টনকে দুর্গ প্রবেশ করতে দেব। তারপর—[ঘণ্টাধ্বনি]

আগা—ঐ রাত একটা বাজল। দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হ'ল। একি, বন্দুকের আওয়াজ কেন?

রঘুবা—তাইতো,—মিত্র সৈন্য আসছে তো রণ কোলাহল কেন?

[চরের প্রবেশ]

চর—সর্ব্বনাশ হয়েছে হুজুর, ফিরিঙ্গী পল্টন নয়। মুক্ত দ্বার পথে আমাদের আক্রমণ করেছে পর্টুগীজ দস্যুর দল।

রঘুবা—পর্টুগীজ দস্যু! তবে কি সেই দুর্দ্ধর্ষ ফেরারা দ্য আন্দ্রাদা?

আগা—যেই হোক, আমি চল্লুম রঘুবা দাদা, মুক্ত তরবারি নিয়ে ওদের বাধা দিইগে। [প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে খণ্ডেরাওএর প্রবেশ]

খণ্ডেরাও—প্রতারিত হয়েছি রঘুবা, ভীষণ প্রতারণা। লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট জন্‌সন্‌ আর কেউ নয়,—ছদ্মবেশী মরিয়ম।

রঘুবা—সে কি!

খণ্ডেরাও—হ্যাঁ, প্রতিহিংসাপরায়ণা মরিয়ম যে ছদ্মবেশে এসে আমাদের এইভাবে বিপদগ্রস্ত করবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি "

রঘুবা—দুর্গ অবিলম্বে আস্ত্রাদার দখলে যাবে। এখন কি করি ? কি উপায়ে আমরা রক্ষা পাই খণ্ডেরাও।

খণ্ডেরাও—না-না বিপদে পড়েও আমাদের বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটতে দেব না। যেমন ছলনার জালে আমাদের বাঁধতে চেয়েছে—আমিও তেমনি ছলনার দ্বারা—

রঘুবা—কি করবে ?

খণ্ডেরাও—ঐ আস্ত্রাদা আসছে সরে যান্। ঐ প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ুন। [রঘুবার প্রস্থান]

[সসৈন্যে আস্ত্রাদার প্রবেশ]

আস্ত্রাদা—আগামোহম্মদ কাবার। উস্কো শির হামি শ্রীরঙ্গপট্টন চালান ডিবে। Now that raffian খণ্ডেরাও and রঘুবা ডাড ।
Ah here you are my friend, go, arrest him atonce।

খণ্ডেরাও। দাঁড়াও, আমায় বন্দী করবে সাহেব, কোরো। তার আগে আমার একটী অনুরোধ—

আস্ত্রাদা—Whats that !

খণ্ডেরাও—এদের একটু তফাতে সরে যেতে বলো।

আস্ত্রাদা—Ah, হাঃ হাঃ হাঃ বহুট চালাক আডমী আছে টুম খণ্ডেরাও। ইহারা সরিলে ভাগিবার মটলব।

খণ্ডেরাও—না, দুর্দ্ধর্ষ আস্ত্রাদার রোষদৃষ্টির সামনে হতে জ্যান্ত পালিয়ে যাবার সাধ্য কার নাই। সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে।

আস্ত্রাদা—Is it ? টুমি টাহা জানে ? All right.

[সৈনিকদের ইঙ্গিত ও তাদের প্রস্থান

Now বোলো কি বলিটে চাও ?

খণ্ডেরাও—দুর্গতো তোমার দখলে গেছে, যে উদ্দেশ্যে এসেছ তা সিদ্ধ হয়েছে।

আন্দ্রাদা—হাঁ। কিল্লা ডখল হইয়াছে। আগামোহম্মদ ভি খটম হইয়াছে। এখন এক কাজ বাকী, কেবল টুমাকে আউর রঘুবাডাডাকে arrest করিয়া সুলটান হায়ডার আলির কাছে লইয়া যাইবে।

খণ্ডেরাও—কেল্লা যখন দখল করেছ তখন রঘুবা দাদা ধরা পড়বেই। কিন্তু তোমার কন্যা মরিয়ম আমায় মুক্তি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আন্দ্রাদা—মোরিয়ম টোমায় মুক্‌টি ডিবে বলিয়াছে। কেন?

খণ্ডেরাও—কারণ,—কারণ সে আমায় ভালবাসে।

আন্দ্রাদা—ভালবাসে! টুমার মট শয়টানকে মোরিয়ম ভালবাসে। আচ্ছা চাল চালিয়েছ খণ্ডেরাও।

খণ্ডেরাও—আন্দ্রাদা—

আন্দ্রাদা—Stop that nonsense, you rascle.

খণ্ডেরাও—রাগ কোরোনা সাহেব, আমায় বিশ্বাস করো, দুর্গে প্রবেশ করেই সে আমায় বলেছে—সমস্ত হৃদয় দিয়ে সে আমায় ভাল্‌বাসে। যদি দ্বার মুক্ত করে দিই, সমস্ত দুর্গবাসীদের তোমার কাছে সমর্পণ করি, তাহ'লে সে তোমায় অনুরোধ করে, আমায় মুক্ত করে নিয়ে চলে যাবে। এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই তবে আমি দ্বার মুক্ত করেছি!

আন্দ্রাদা—Impossible, absurd, I can't believe it.

খণ্ডেরাও—উত্তম, প্রমাণ চাও—

আন্দ্রাদা—কি প্রমাণ ডিবে?

খণ্ডেরাও—রঘুবা দাদা—

[রঘুবার প্রবেশ]

রঘুবা—বিশ্বাস করো সাহেব, আমি বন্দীত্ব মেনে নেব। কিন্তু তোমার কন্যার প্রণয়ী ঐ খণ্ডেরাওকে তুমি মুক্তি দাও।

আস্ত্রাদা—চোরকো সাক্ষী আছে গাঁট কাটা হাঃ হাঃ হাঃ, wait, মোরিয়ম কেল্লার ওপর সুলটান হায়ডার আলির flag I mean পটাকা স্থাপন করিটে গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসুক, তাহার সামনে সকল সট্টি এখনি প্রমাণ হইবে।

খণ্ডেরাও—কিন্তু সে তোমার কন্যা, কন্যা তার পিতার সামনে কেমন করে এ ভালবাসার কথা বলবে সাহেব? সে হয়তো লজ্জায় সঙ্কোচে তোমার—তোমার কাছেই আসতে পাচ্ছে না!

আস্ত্রাদা—Then?

খণ্ডেরাও—উত্তম, এককাজ কর, আমি মরিয়মকে এখানে ডেকে নিযে আসছি। আড়ালে লুকিয়ে নিজের কাণে শোনো, আমাদের প্রণয় কথার একবর্ণ মিথ্যা কিনা—

আস্ত্রাদা—উট্টম কঠা, কিণ্টু কি ধার লুকাইবে!

খণ্ডেরাও—এখন ঐ দিকে সরে যাও, মরিযম এখানে এলে খুব আস্তে আস্তে ঐ পাচীলের ওপর দিয়ে মই বেয়ে নেমে তাকে লক্ষ্য কোরো।

আস্ত্রাদা—হামি যাবে! লাইকেন—

খণ্ডেরাও—ভাবনা কি সাহেব! এ দুর্গ হতে পালাব বলে সন্দেহ কচ্ছ?

আস্ত্রাদা—No—কাঁহাপর ভাগিবে? কিল্লার ফটক পরে হামার soldiers বণ্ডুক লইয়া ডাড়াইয়া আছে, এক প্রাণীর জ্যাণ্ট বাহির হইবার থ্যামটা নাই। হামি যাচ্ছে পাঁচীল হইটে ডিখিবে।

খণ্ডেরাও—ঐ মরিয়ম আসছে। শীঘ্র যাও—হাঁ রঘুবা দাদা, সাহেবকে মুসলমানী পোষাক পরিয়ে দাওগে। কি জানি মরিয়ম যদি কোন প্রকারে চিনে ফেলে?

আস্ত্রাদা—Grand idea. Come on Raghuba ডাডা।

[রঘুবা ও আস্ত্রাদার প্রস্থান। খণ্ডেরাওএর অন্তরালে অবস্থান]

[গাহিতে গাহিতে মরিয়মের প্রবেশ]

গীত

ডাকে বুঝি ডাকে সুদূর গগন তল।
মিলন আকুল হিয়া আঁখি কেন ছলছল।
চঞ্চল মধু নিশি পুলকিত দশদিশি
তবু কেন হায় বাঁশী বেজে যায়, বেদনায় টলমল।
কথা কও কথা কও, হে সুদূর, কথা কও,
কম্পিত হিয়া মাঝে এই যে বেদন বাজে
তব মিলনের গরবে, হবে মধু শতদল।

খণ্ডেরাও—মরিয়ম !

মরিয়ম—কে ! রাওজি, আপনি এখনো বাইরে ? আমি ভাবলুম এতক্ষণে পিঞ্জরে বসে মালা জপ করছেন !

খণ্ডেরাও—জীবনে যত দুষ্কর্ম করেছি তার প্রতিফল স্বরূপ আমার পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াই উচিত।

মরিয়ম—বলেন কি ? এযে ভূতের মুখে রামনাম শুনছি। সে যা হোক্, ব্যাপার কি বলুন তো ? এখনো আপনি এখানে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন যে বড় ? পিতা কোথায় ?

খণ্ডেরাও—আম্রাদা যুদ্ধক্লান্ত। ঐ ঘরে শয্যাগ্রহণ করেছে। হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মরিয়ম—আপনাদের মত বীরপুরুষ দ্বারা সুরক্ষিত ছেলে ভোলান এই তাসের ঘর দখল করতে এসে ফেরারা ও আম্রাদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ! ছেলে ভুলান ছড়া শোনাচ্ছেন বুঝি ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[রঘুবার প্রবেশ]

রঘুবা—খণ্ডেরাও—খণ্ডেরাও—

মরিয়ম—একি ! পেশোয়ার গুণধর পিতৃব্য রঘুবা দাদা, আপনিও পিঞ্জরের বাইরে দেখছি। ব্যাপার কি ?

রঘুবা—খণ্ডেরাও, সব আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল।

খণ্ডেরাও—কি ?

রঘুবা—তাকে মই দিয়ে পাঁচীলের ওপর উঠতে সাহায্য কচ্ছিলাম। পাঁচীলের উপর হ'তে দেখলুম,—হায়দার আলি শা বিপুল সেনাদল নিয়ে এই দুর্গের দিকে আসছে। সঙ্গে তার পেশোয়া নারায়ণ রাও।

খণ্ডেরাও—পেশোয়া নারায়ণ রাও !

রঘুবা—বোধ হয় হায়দার আলির আগমনে আমাদের অনুচরেরা ভীত হয়ে পড়েছে, বিক্ষুব্ধ মারাঠা সৈনিকদের বোধ হয় হায়দার আলি টাকা দিয়ে শান্ত করেছে। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল খণ্ডেরাও —সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। এবার আমাদের মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত।

খণ্ডেরাও—মৃত্যু, না, না মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না। সারা জীবন যা করেছি—করেছি। মরণের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আর কোন মহাপাপ করব না। মরিয়ম, আমরা তোমার পিতার জীবন নাশের সঙ্কল্প করেছিলুম। পার তো এই বেলা তাঁকে বাঁচাও।

মরিয়ম—আমার পিতার জীবন নাশ !

খণ্ডেরাও—হাঁ, আমাদের নিয়োজিত গুপ্তঘাতক ঐ পাঁচীল বেয়ে এখনি নামবে। তারপর ঐ গৃহমধ্যে তোমার ঘুমন্ত পিতাকে গুপ্ত হত্যা করবে।

মরিয়ম—সে কি ?

[পাঁচীলের উপর আব্দ্রাদার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা গেল]

খণ্ডেরাও—সরে এস, ঐ-ঐ দিকে লক্ষ্য কর। ঐ অন্ধকারে দেখ সেই ঘাতকের ছায়া মূর্ত্তি।

মরিয়ম—তাইতো, যেন মুসলমান বলে বোধ হচ্ছে।

খণ্ডেরাও—ঐ গৃহে তোমার পিতা। ঐ দিকেই লক্ষ্য করছে, ওখান থেকেই গুলি করবে বোধ হচ্ছে।

মরিয়ম—তার আগে আমি নিজের হাতে ঐ গুপ্ত ঘাতককে—

[গুলি করিল, আহত আব্রাদা আর্ত্তনাদ
করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল]

খণ্ডেরাও—চলে আসুন। দুর্গ প্রাচীর—

[মরিয়মের পরিত্যক্ত পিস্তল লইয়া খণ্ডেরাও
ও রঘুবার প্রস্থান]

মরিয়ম—একি, কাকে গুলি বিদ্ধ করলুম? কে তুমি?

আব্রাদা—মোরিয়ম—মোরিয়ম—

মরিয়ম—পিতা! তুমি—তুমি কেন এ বেশে দুর্গ প্রাচীরে গিয়েছিলে! কি সর্ব্বনাশ করলুম আমি! পিতা—পিতা— [ক্রন্দন]

আব্রাদা—Don't cry, Don't cry my baby. হামি জানে টুমি গুলি করে নাই! My fate, হামার নিয়টী—নিয়টী হামাকে মারিল। হামি এখন টোমার মায়ের কবরের পাশে ঘুমাইবে।

মরিয়ম—পিতা—

[প্রাচীরের ওপরে খণ্ডেরাও এবং
রঘুবাকে দেখা গেল]

রঘুবা—ওই দেখ অশ্ব পৃষ্ঠে পেশোয়া।

খণ্ডেরাও—পেশোয়ার এই শেষ— [লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল]

মরিয়ম—একি, শয়তান খণ্ডেরাও পেশোয়াকে বধ করিল বুঝি!

আব্রাদা—No—No পেশোয়াকে বড করিটে পারিবে না। Oh merciful God, take my life, Peswaকে বাঁচাও—পেশোয়াকে— [উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

[সসৈন্যে হায়দারের প্রবেশ]

হায়দার—আব্রাদা—আব্রাদা! বিজয়ী বন্ধু আমার! একি সর্ব্বনাশ! দুর্গ প্রাচীরের বাইরে পেশোয়া—প্রাচীর মধ্যে আব্রাদা—

[রঘুবাকে লইয়া সিন্ধিয়া প্রভৃতির প্রবেশ] .

সিন্ধিয়া—পেশোয়ার আততায়ী খণ্ডেরাও নিহত। এইবার রঘুবার শাস্তি—

হায়দার—না, আজ আর শাস্তি নয়। বাইরে পেশোয়া,—দুর্গমধ্যে আল্লাদা। এই দুই সত্যাশ্রয়ীকে সাক্ষী রেখে, এসো হিন্দু, অন্ততঃ আজকের দিনটাতে আমরা সব বিভেদ ভুলে—একটীবার—শুধু একটীবার পরস্পরে মিলিত হই। মৃত সত্যাশ্রয়ীদের আত্মা বায়ুস্তর হ'তে দেখুক —বিধাতার চাঁদ—বিধাতার সূর্য্য যেমন একই আকাশে ওঠে, মুসলমানের এই চাঁদ, হিন্দুর এই সূর্য্য, সেও তেমনি একই ভারতের মাটীতে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার মাটীকে উদ্ভাসিত কচ্চে, আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দিচ্চে।

[চন্দ্র ও সূর্য্যাঙ্কিত পতাকা মিলাইয়া দিলেন]

—যবনিকা—